# নামাজের ভুলত্রুটি

তানজীল আরেফীন আদনান

# নামাজের ভুলত্রুটি

তানজীল আরেফীন আদনান

সংকলন

নজরে সানী ও নিরীক্ষণ

মাওলানা মাহমুদুল্লাহ

মুতাখাসসিস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা,

মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া

উস্তায, মারকাযুল কুরআন ঢাকা

উমেদ

প্র কা শ

**দ্বিতীয় সংস্করণ :** রবিউস সানী ১৪৪৪ হিজরী, নভেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

**প্রথম প্রকাশ :** সফর ১৪৪৪ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

**গ্রন্থস্বত্ব :** সংরক্ষিত

**প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা :** মুহারেব মুহাম্মাদ

**মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যবস্থাপনা :** কুশল, ০১৯১২০৮১৬৯৯

umedediting@gmail.com

✆ 01757597724

More Islamic Pdf
Click Now 👇

https://t.me/islaMic_fdf

# ভূমিকা

প্রশংসামাত্রই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের নামাজের মতো নেয়ামত দান করেছেন। প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য, যিনি আমাদের এমন নামাজ দান করেছেন, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

جُعِلَت قُرَّةُ عَينِي في الصَّلاةِ

'আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।'[1]

নামাজ হলো মুমিনের সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কাজ যত দামি হবে, তার ভুল-ত্রুটিগুলো তত মারাত্মক হবে। আর নামাজ যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধির এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তির অন্যতম উপায়, তাই শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করে, নামাজ থেকে কীভাবে বান্দার মনোযোগ সরিয়ে তাকে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটিতে লিপ্ত করা যায়। কখনো এতে নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আবার কখনো তা পুরোপুরি নষ্টই হয়ে যাবে।

নামাজের কিছু কিছু ভুলের কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। কিন্তু কী কী কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় এটা না জানার কারণে অনেকেরই নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নামাজে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের ভুলের মাধ্যমেই আমরা সাহু সিজদার মাসআলা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই ভুল সংশোধনের পদ্ধতিও তো জানা থাকা আবশ্যক। এমনইভাবে কিছু কিছু ভুলে নামাজ মাকরুহ হয়, এমনকি ভেঙেও যায়।

আমরা এ বইতে নামাজ মাকরুহ হওয়ার, নামাজ নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ একাধিক সূত্রসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি কী কী কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে এটাও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এ-সংক্রান্ত সমস্ত মাসআলা উল্লেখ করিনি; বরং এ-সংক্রান্ত যেসব সমস্যায় আমরা প্রতিনিয়তই ভুগি, সেসবের সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির পরিশিষ্টে নামাজ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন জরুরি বিষয় এবং নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির উপায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। বইটি যদিও কলেবরে ছোট, কিন্তু প্রত্যেক মাসআলার একাধিক রেফারেন্স উল্লেখ করা, একাধিকবার সম্পাদনাসহ বিভিন্ন কাজে অনেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। সর্বশেষ একাধিকবার নজরে সানী ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে বইটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন মারকাযুল কুরআন ঢাকার শিক্ষক, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ার ফিকহ বিভাগের মুতাখাসসিস মাওলানা মাহমুদুল্লাহ হাফি.। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান করুন। তাঁর ইলম-আমলে আরও বারাকাহ দান করুন।

পাশাপাশি টিম উমেদ ও এ বই-সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম জাযা দান করুন—এই দুআই করছি।

বইটিকে নির্ভুল রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যেহেতু এটা মাসআলার বই, তাই সতর্কতা আরও বেশি ছিল আমাদের। কিছু কিছু মাসআলায় একাধিক ফতওয়া থাকলেও আমরা চেষ্টা করেছি যুগের চাহিদা বুঝে তাতে সমাধান পেশ করতে। তবুও মানুষ হিসেবে বলছি, মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই আমাদের ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল নজরে এলে উলামায়ে কেরাম ও সচেতন পাঠকের কাছে অনুরোধ, আমাদের তা অবশ্যই জানাবেন। আমরা তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায়ের তাওফীক দান করুন। এ ছাড়া আমাদের সবার ভাগ্যে যেন নবী-দর্শন জোটে—এই দুআই করি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

**তানজীল আরেফীন আদনান**

সোমবার, ২২ মুহাররম, ১৪৪৪ হিজরী

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

# শুরুর কথা

আল্লাহ তাআলা ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল বানিয়েছেন নামাজকে। নামাজ হলো বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সেতুবন্ধ। কঠিন বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম হলো নামাজ। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ

'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।'[2]

তবে এই নামাজ হতে হবে নামাজের মতো। যেভাবে নামাজ শিখিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যেভাবে নামাজ পড়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। মুমিনদের সফলতার মাপকাঠিও বলা হয়েছে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ পড়াকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾

'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।'[3]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى {۱۴} وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى {۱۵}

'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।'[4]

তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো, পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নামাজে কোনো ভুল হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নামাজে ভুলের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা আমরা স্বয়ং তাঁর আমলের মাধ্যমেই লাভ করেছি; তেমনি এও জানা গেছে যে, নামাজ যত মনোযোগ সহকারেই পড়া হোক, তাতে কখনো ভুল হয়ে যেতে পারে।

নামাজের কিছু ভুল এমন, যা নামাজ ভেঙে দেয়, ফলে নামাজ পুনরায় পড়তে হয়। কিছু ভুল এমন রয়েছে যা নামাজ ভাঙে না, তবে নামাজকে অসম্পূর্ণ করে দেয়। আবার কিছু ভুল রয়েছে, যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়; শেষ বৈঠকে সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করে নিলেই নামাজ হয়ে যায়।

ভুল কখনো ইমাম সাহেবেরও হতে পারে, আবার কখনো একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিরও হতে পারে। তবে এ বিষয়ে পূর্ণ মাসআলা না-জানার কারণে অনেকেই পেরেশানীতে ভোগেন। কেউ কেউ নামাজ ভেঙে দিয়ে পুনরায় নামাজ আদায় করেন; অথচ ওই ভুলের কারণে নামাজও ভাঙত না হয়তো।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, নামাজ-সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা। এটা তার জন্য ফরজও বটে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক নয়; কিন্তু সে যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হবে সে অবস্থার ইলম অর্জন করা তার জন্য ফরজ। সুতরাং নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এ-সংক্রান্ত ইলম অর্জন করাও ফরজ। নামাজের ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নাতসমূহ জানা যেমন জরুরি, তেমনিভাবে যে সকল কাজ নামাজের পরিপন্থী তা জানাও জরুরি। আমরা সংক্ষিপ্তাকারে এসব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নামাজে ইমামের কোনো ভুল হলে মুক্তাদীদের কর্তব্য, তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করা। আর এর নিয়ম হলো, মুক্তাদীদের কেউ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তাহলে ইমাম তার ভুল সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তা থেকে বাঁচতে পারবেন বা অন্তত সিজদায়ে সাহু করতে সক্ষম হবেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নতুন নিয়ম বা বিধান আসার সম্ভাবনা ছিল, হয়তো এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (শুরুর দিকে) তাঁকে সে সম্পর্কে নামাজের ভেতরে অবহিত করতেন না। তারা মনে করতেন, তিনি হয়তো ভুলে যাননি; বরং নতুন কোনো বিধান এসেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ ধারণা থেকে নিষেধ করে ভুলে গেলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন।

ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নামাজে কিছু বেশি করেছেন বা কম করেছেন। যখন সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করলেন তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাজের ব্যাপারে কি নতুন কোনো হুকুম এসেছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? তারা বলল, আপনি এরূপ এরূপ পড়েছেন! অতঃপর তিনি দুই পা ভাঁজ করে কেবলামুখী হয়ে দুটি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন,

إنَّه لو حَدَثَ في الصَّلَاةِ شيءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ به، ولَكِنْ إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وإذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عليه، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

অর্থাৎ, নামাজের ব্যাপারে নতুন কোনো বিধান এলে আমি তোমাদের অবহিত করতাম। কিন্তু আমি তো মানুষ —তোমাদের মতো আমিও ভুলে যাই। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আর তোমাদের কারও নামাজে সন্দেহ হলে সে যেন সঠিকটা অনুসন্ধান করে সে অনুযায়ী নামাজ পূর্ণ করে। তারপর যখন সালাম ফেরাবে তখন দুটি সিজদা করবে।[5]

এ-হাদীসসহ আরও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজে ভুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুটি সিজদা করা ওয়াজিব। আর সিজদা দুটি যেহেতু ভুলের কারণে করতে হয়, তাই পরিভাষায় একে 'সিজদায়ে সাহু' বলা হয়।

সিজদায়ে সাহুর বিধান ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি উভয়ের জন্যই সমান। অর্থাৎ যে সমস্ত ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তা ইমাম বা একাকী নামাজ আদায়কারীর কেউ করলে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

আমরা এ বইতে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করব। ১. যে সমস্ত ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। ২. যে সমস্ত ভুলের কারণে নামাজ ভেঙে যায়। ৩. যে ভুলের কারণে নামাজ ভাঙবে না এবং সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না, তবে নামাজ মাকরুহ, অর্থাৎ অসম্পূর্ণভাবে আদায় হবে।

---

# সিজদায়ে সাহু

সিজদায়ে সাহু নিয়ে আমরা অনেকেই দ্বিধায় ভুগি। কখন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, কখন হবে না— এমন প্রশ্ন ঘুরঘুর করে মনের ভেতর। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো মনে রাখলেই দ্বিধা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

## সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মৌলিক কারণ

১. নামাজের কোনো ওয়াজিব ভুলে ছেড়ে দিলে।

২. কোনো ওয়াজিব তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে আদায় করলে।

৩. কোনো রুকন তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে আদায় করলে।

৪. কোনো রুকন আগপিছ করে আদায় করলে।

৫. কোনো রুকন নিয়মের অতিরিক্ত আদায় করলে।

৬. কোনো ওয়াজিব ভুলে নিয়মের অতিরিক্ত আদায় করলে।

৭. কোনো ওয়াজিব যেভাবে আদায় করার কথা সেভাবে আদায় না করে অন্যভাবে আদায় করলে। (যেমন উঁচুস্বরে কেরাতবিশিষ্ট নামাজে নিচুস্বরে কেরাত পড়লে)

মোটকথা, নামাজের ওয়াজিব আদায়ে কোনো সমস্যা হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[6]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ-সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে,

صَلَّى لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِن بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ معهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، ونَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

আবদুল্লাহ ইবনু বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নামাজ আমাদের দুই রাকাত পড়ান। তারপর না বসে দাঁড়িয়ে যান। মুক্তাদীরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। যখন তিনি নামাজ পূর্ণ করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করছিলাম তখন সালাম ফেরানোর আগে তাকবীর দিলেন এবং বসা অবস্থায় দুটি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফেরালেন।[7]

صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقالوا: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قالَ: وما ذَاكَ قالوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর পাঁচ রাকাত পড়েন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নামাজ কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? প্রশ্নকারী বলল, আপনি পাঁচ রাকাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালাম ফেরানোর পর দুটি সিজদা করেন।[8]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

صَلَّى النبيُّ ﷺ إحْدى صَلاتَي العَشِيِّ - قالَ مُحَمَّدٌ: وأَكْثَرُ ظَنِّي العَصْرَ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قامَ إلى خَشَبَةٍ في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْها، وفيهم أبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، فَهابا أنْ يُكَلِّماهُ، وخَرَجَ سَرَعانُ النّاسِ فَقالوا: أقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ ورَجُلٌ يَدْعُوهُ النبيُّ ﷺ ذُو اليَدَيْنِ، فَقالَ: أنَسِيتَ أمْ قَصُرَتْ؟ فَقالَ: لَمْ أنْسَ ولَمْ تُقْصَرْ، قالَ: بَلى قدْ نَسِيتَ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ وضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ.

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকালের দুই নামাজের এক নামাজ (বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, আমার প্রবল ধারণা আসরের নামাজ) দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন। তারপর মসজিদের সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ডের কাছে গিয়ে এর ওপর হাত রাখেন। মুসল্লীদের মধ্যে আবু বকর ও উমর রাযি.-ও ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর ত্বরাকারীরা বেরিয়ে বলতে লাগল, নামাজ কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? এক ব্যক্তি, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভুলে গেছেন না নামাজ কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ভুলিনি আবার নামাজ কমিয়ে দেয়াও হয়নি! লোকটি বলল, আপনি অবশ্যই ভুলে গেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? তখন সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং ছুটে যাওয়া রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন। তারপর তাকবীর দিয়ে অনুরূপ বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে তাকবীর দিলেন। তারপর মাথা নিচু করে তাকবীর দিলেন। তারপর অনুরূপ বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে তাকবীর দিলেন।[9]

## সিজদায়ে সাহু সালামের পরে না আগে?

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, সিজদায়ে সাহু নামাজের সালাম ফেরানোর পরে ও আগে উভয়ভাবেই করা যাবে। তবে সর্বোত্তম হলো পরে করা।[10] কারণ এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং বড় বড় সাহাবী-তাবেয়ীর আমল বা ফতোয়াও এ অনুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে কিছু হাদীস ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আরও কিছু আছার উল্লেখ করা হলো :

حدثنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أن عبد الله سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

০১. আলকামা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাযি. সিজদায়ে সাহু সালামের পরে করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।[11]

عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاً. فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين، فلما سلم سجد سجدتي السهو

০২. আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা ইবনু রাহিব থেকে বর্ণিত, উমর ইবনু খাত্তাব রাযি. মাগরিবের নামাজ পড়েন। কিন্তু প্রথম রাকাতে একেবারেই কুরআন পাঠ করেননি। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা দুইবার পড়েন। যখন সালাম ফেরালেন তখন দুটি সেজদা করলেন।[12]

عن بيان أبي بشر الأحمسي، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا سعد بن مالك، فقام في الركعتين الأوليين، فقالوا: سبحان الله، فقال: سبحان الله فمضى، فلما سلم سجد سجدتي السهو.

০৩. কায়েস ইবনু আবী হাযিম থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনু মালেক রাযি. আমাদের নিয়ে নামাজ পড়েন এবং দুই রাকাতে (না বসে) দাঁড়িয়ে যান। মুকতাদীরা 'সুবহানাল্লাহ' বললে তিনিও 'সুবহানাল্লাহ' বলেন এবং নামাজ অব্যাহত রাখেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করেন।[13]

عن يوسف بن ماهك قال: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما، فقام في الركعتين الأوليين من الظهر، فسبحنا به، فقال: سبحان الله ولم يلتفت إليهم، فقضى ما عليه، ثم سجد سجدتين بعد ما سلم.

০৪. ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে বর্ণিত, ইবনে যুবাইর রাযি. আমাদের নিয়ে যোহরের নামাজ পড়েন। দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে গেলে আমরা সুবহানাল্লাহ বলি। তিনিও সুবহানাল্লাহ বলেন এবং তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। অতঃপর নামাজ পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করেন। -শরহু মাআনিল আছার, ১/৭২৫

حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب: أن أنساً قعد في الركعة الثالثة فسبحوا، فقام فأتمها أربعاً، فلما سلم سجد سجدتين، ثم أقبل على القوم فقال: إذا وهمتم فاصنعوا هكذا.

০৫. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণিত, আনাস রাযি. তৃতীয় রাকাতে বসে গেলে মুকতাদীরা (সতর্ক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ বলে। তিনি দাঁড়িয়ে চার রাকাত পূর্ণ করেন। যখন সালাম ফেরালেন তখন দুটি সেজদা করলেন। তারপর লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমাদের ভুল হলে অনুরূপ করবে।[14]

عن الشعبي، قال: صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر، فلم يجلس في الركعتين الأوليين، فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس.

০৬. শা'বী থেকে বর্ণিত, দাহহাক ইবনে কায়েস রাযি. লোকদের নিয়ে যোহরের নামাজ পড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে বসেননি। অতঃপর যখন সালাম ফিরালেন তখন বসা অবস্থায় দুটি সেজদা করলেন।[15]

মোটকথা, সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি হলো, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে আবারও তাকবীর দিয়ে দুই সিজদা করতে হবে। এরপর পুনরায় তাশাহুদ ও দুরুদ শরীফ, দুআ মাছুরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফেরাতে হবে। কেউ যদি সালাম ফেরানোর আগেই সিজদায়ে সাহু করে ফেলে, তাহলেও আদায় হয়ে যাবে।[16]

---

# সিজদায়ে সাহুর বিস্তারিত মাসায়েল

## কেরাতের মধ্যে ভুল

### সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** আপনি যদি ফরজ বা নফল নামাজের প্রথম দুই রাকাতে বা এর যেকোনো এক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যান, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যান, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতই শুধু কেরাতের জন্য নির্ধারিত। তবে নফল বা সুন্নাত নামাজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে; কারণ সুন্নাত ও নফল নামাজের সব রাকাতেই কেরাত পড়তে হয়।[17]

## সূরা ফাতিহা দুইবার পড়া

**মাসআলা :** ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে ভুলে যদি সূরা ফাতিহা একসাথে দুইবার পড়া হয় অথবা সূরা ফাতিহার অধিকাংশ আয়াত দুইবার পড়া হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে একবার সূরা ফাতিহা পড়ে কেরাত পড়ার পর যদি পুনরায় সূরা ফাতিহা পড়া হয় অথবা শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা একসাথে দুইবার পড়া হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[18]

## ফরজের শেষ দুই রাকাতে সূরা মেলানো

**মাসআলা :** অনেকে ভুলে ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও মিলিয়ে ফেলে, এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[19]

## রুকু-সিজদায় বা বৈঠকে সূরা ফাতিহা পড়া

**মাসআলা :** মাঝে মাঝে এমন হয়, রুকু বা সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়ার বদলে কেউ কেউ সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলেন। আবার কেউ বৈঠকে বসে তাশাহুদের আগে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলেন, এসব অবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে শেষ বৈঠকে বসে প্রথমে তাশাহুদ পড়ার পর যদি সূরা ফাতিহা পড়া হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, তাশাহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়তে হয়, আর তা পড়া ওয়াজিব না হওয়ার কারণে বিলম্ব হলেও সমস্যা নেই।[20]

## সূরা ফাতিহার আগে অন্য সূরা পড়ে ফেলা

**মাসআলা :** অনেক সময় নামাজ শুরু করার পর ভুলে সূরা ফাতিহা পড়ার বদলে অন্য সূরা পড়া শুরু করা হয়, এ ক্ষেত্রে ছোট তিন আয়াত পরিমাণ বা তারচেয়ে বেশি পড়ার পর যদি সূরা ফাতিহা পড়া হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে।

## ভাবনার বিপরীত সূরা পড়া

**মাসআলা :** ধরুন আপনি নামাজের আগে ভাবলেন আজকে প্রথম রাকাতে সূরা ফীল পড়বেন, কিন্তু পড়ে ফেললেন সূরা কুরাইশ। এতে আপনার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[21]

## ফরজ নামাজে সূরা মেলাতে ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মেলাতে ভুলে গেলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়ে নেবে। আর দুই রাকাতের কোনো এক রাকাতে সূরা মেলাতে ভুলে গেলে পরের যেকোনো এক রাকাতে সূরা মিলিয়ে নেবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যদি সূরা মেলানো না হয়, তবুও নামাজ আদায় হয়ে যাবে। আর সূরা মেলানো হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রেই সাহু সিজদা আবশ্যক হবে।

উল্লেখ্য, উঁচুস্বরে কেরাতবিশিষ্ট নামাজের কোনো রাকাতে ইমাম সূরা মেলাতে ভুলে গেলে শেষ দুই রাকাতের যে রাকাতে সূরা মেলাবে, ওই রাকাতের ফাতিহা ও সূরা উভয়টিই উঁচুস্বরে পড়বে।[22]

## উঁচুস্বরের স্থানে নিম্নস্বরে অথবা নিম্নস্বরের স্থানে উঁচুস্বরে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব যদি ভুলে উঁচুস্বরে কেরাতের স্থানে তিন আয়াত পরিমাণ নিম্নস্বরে কেরাত পড়েন, অথবা নিম্নস্বরে কেরাতের বদলে তিন আয়াত পরিমাণ উঁচুস্বরে কেরাত পড়ে ফেলেন, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি যদি উঁচুস্বরের স্থানে নিম্নস্বরে কেরাত পড়ে, তাতে অসুবিধা নেই। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য যোহর ও আসর নামাজে নিম্নস্বরে কেরাত পড়া ওয়াজিব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কেরাত উঁচুস্বরে পড়লে তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে।[23]

### উঁচুস্বরের নামাজে নিম্নস্বরে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** এ ক্ষেত্রে নামাজে ভুলে নিম্নস্বরে কেরাত পড়া শুরু করলে স্মরণ আসার পর থেকে উঁচুস্বরে কেরাত পড়বেন। যতটুকু নিম্নস্বরে পড়া হয়ে গেছে তা পুনরায় উঁচুস্বরে পড়তে হবে না। এ ক্ষেত্রে তিন আয়াত পরিমাণ নিম্নস্বরে পড়ে ফেললে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[24]

### নিম্নস্বরের নামাজে উঁচুস্বরে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** যেসব নামাজে কেরাত আস্তে পড়তে হয় সেখানে ভুলে উঁচুস্বরে পড়া শুরু করলে স্মরণ হওয়ামাত্রই বাকি কেরাত নিম্নস্বরে পড়তে হবে। যতটুকু উঁচুস্বরে পড়া শুরু হয়েছে তা পুনরায় নিচুস্বরে পড়তে হবে না। এ ক্ষেত্রে তিন আয়াত পরিমাণ উঁচুস্বরে পড়ে থাকলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[25]

### সূরা ফাতিহার পর সূরা মেলাতে দেরি করা

**মাসআলা :** কখনো কখনো এমন হয়, সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা শুরু করতে হবে এটা মাথায় থাকে না। ফলে সূরা মেলাতে বিলম্ব হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি সূরা মেলাতে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বিলম্ব হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ও য়াজিব হবে। তবে হাঁচি, কাশি বা এ-জাতীয় কোনো শরয়ী ওযরের কারণে বিলম্ব হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[26]

### উভয় রাকাতে একই কেরাত পড়া

**মাসআলা :** কেউ যদি সূরা ফাতিহার পরে উভয় রাকাতে ভুলে একই কেরাত পড়ে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজে উভয় রাকাতে একই সূরা পাঠ করা অনুত্তম। ভুলবশত হলে অসুবিধা নেই।[27]

## ফরজের শেষ দুই রাকাতে উঁচুস্বরে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে নিম্নস্বরে কেরাত পড়া ওয়াজিব। যদি ভুলে কেউ তিন আয়াত পরিমাণ উঁচুস্বরে পড়ে ফেলে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[28]

## কিছু আয়াত বা আয়াতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তিলাওয়াত করা

**মাসআলা :** যদি কেরাতের মাঝ থেকে দুয়েক আয়াত বা আয়াতের কিছু অংশ ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য আয়াতের কিছু অংশ ছোটার কারণে যদি অর্থের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায় কিংবা আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত হয়ে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। তাই কখনো এমনটি ঘটলে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে।[29]

## কেরাত ভুলে গিয়ে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ অপেক্ষা করা

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কেরাত পড়ার পর যদি ভুলে যান, তাহলে উচিত হলো অন্য কেরাত পড়া শুরু করা অথবা রুকুতে চলে যাওয়া। ইমাম লোকমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। কারণ, তিনি ফরজ পরিমাণ কেরাত পড়ে ফেলেছেন। আর এমতাবস্থায় তার ওপর সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি কেরাত ভুলে তিন তাসবীহ পরিমাণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[30]

## কেরাত পড়ার ক্ষেত্রে সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

**মাসআলা :** কুরআনুল কারীমের সূরাগুলোর পারস্পরিক ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে কেরাত পড়া উত্তম। কেউ যদি এই ধারাবাহিকতার বিপরীত সূরা পড়ে, যেমন প্রথম রাকাতে সূরা কুরাইশ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফীল পড়ে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে ফরজ নামাজে ইচ্ছাকৃত এমনটা করা মাকরুহ হবে, অনিচ্ছায় হলে কোনো সমস্যা নেই।[31]

## কেরাত ভুলে যাওয়ার পর পুনরায় শুরু থেকে তিলাওয়াত করা

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব নামাজে কোনো সূরা শুরু করার পর ভুলে গেলেন, এরপর শুরু থেকে পুনরায় পড়লেন, এতে নামাজ হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না।[32]

## ফরজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা না পড়া

**মাসআলা :** ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি ফরজের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে, সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ইচ্ছাকৃত এমনটা করা ঠিক নয়।[33]

# রুকু-সিজদায় ভুল

## একাধিক রুকু-সিজদা করা

**মাসআলা :** নামাজের কোনো ফরজ বিধান নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত আদায় করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যেমন, এক রাকাতে একের অধিক রুকু করা, দুয়ের অধিক সিজদা করা ইত্যাদি।[34]

## কোনো রাকাতে একটি সিজদা কম দেয়া

**মাসআলা :** কেউ যদি নামাজের কোনো রাকাতে একটি সিজদা ভুলে ছেড়ে দেয়, কিন্তু পরে স্মরণ হয় যে, পূর্বের রাকাতের একটি সিজদা আদায় হয়নি, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই পূর্বের রাকাতের অনাদায়ি সিজদা আদায় করে নেবে। অতঃপর যথানিয়মে বাকি নামাজ শেষ করে শেষে সাহু সিজদা দেবে।[35]

## রুকুতে সিজদার তাসবীহ অথবা সিজদায় রুকুর তাসবীহ পাঠ করা

**মাসআলা :** কেউ যদি রুকুতে সিজদার তাসবীহ অথবা সিজদায় রুকুর তাসবীহ পাঠ করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[36]

## সিজদার সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** কারও যদি সিজদার সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ জাগে যে, সিজদা কি একটা দেয়া হলো না-কি দুইটা, তাহলে অতিরিক্ত একটি সিজদা আদায় করে নেবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[37]

## সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** নামাজে কোনো ভুল হয়ে গেল, কিন্তু এই ভুলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব কি না এ নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে শুধু সন্দেহবশত সিজদায়ে সাহু দেয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।[38]

## সিজদায়ে সাহু আদায় নিয়ে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পর তা আদায় করা হয়েছে কি না এ নিয়ে সন্দেহ হলে প্রবল ধারণার ওপর আমল করবে। আর যদি কোনোদিকেই ধারণা প্রবল না হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে।[39]

## সালাম ফেরানোর আগেই সিজদায়ে সাহু আদায় করা

**মাসআলা :** কেউ যদি ভুলে সালাম ফেরানোর আগেই সিজদায়ে সাহু আদায় করে ফেলে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, সিজদায়ে সাহু পুনরায় দিতে হবে না।[40]

## সিজদায়ে সাহু ওয়াজিবকারীর একাধিক ভুল হওয়া

**মাসআলা :** নামাজে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিবকারী একাধিক ভুলের জন্য একটি সিজদায়ে সাহুই যথেষ্ট।[41]

## চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকাতেই আখেরী বৈঠক করা

**মাসআলা :** কেউ যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে ভুলে তৃতীয় রাকাতেই বসে যায়, এরপর স্মরণ হওয়ার পরও না দাঁড়ায়, তাহলে শেষে সিজদায়ে সাহু দিলেও নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ রাকাতের কমতির ক্ষতিপূরণ সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে আদায় হয় না।[42]

## সালাতুত তাসবীহের নামাজে তাসবীহ পড়ায় ভুল করা

**মাসআলা :** সালাতুত তাসবীহের নামাজে এক রুকনের তাসবীহ যদি আরেক রুকনে আদায় করা হয় অথবা এক রুকনে ভুলে তাসবীহ বেশি পাঠ করা হয়, তাহলে এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[43]

## সালাতুত তাসবীহের নামাজে সাহু সিজদা

**মাসআলা :** সালাতুত তাসবীহের নামাজে কোনো ভুল হয়ে গেলে সিজদায়ে সাহু আদায়কালে সালাতুত তাসবীহের তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। স্বাভাবিক সিজদার তাসবীহ পড়লেই হবে। কারণ, সালাতুত তাসবীহের তাসবীহর সংখ্যা নির্দিষ্ট। বাড়ানো-কমানো উচিত নয়।[44]

## রুকু-সিজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

**মাসআলা :** রুকু, সিজদা, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝে বসার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ সময় নিয়ে তা আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়ায়, অথবা দুই সিজদার মাঝে স্থির হয়ে না বসে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[45]

### সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়ের পর কেরাত ভুলে রুকুতে চলে যাওয়া

**মাসআলা :** সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে উঠে দাঁড়ানোর পর কেরাত ভুলে গিয়ে যদি রুকুতে চলে যায়, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না।[46]

### সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিতে ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** যে ব্যক্তির ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব সে যদি সিজদায়ে সাহু না করেই সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ—যেমন : কথাবার্তা, পানাহার, ওযু ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি করার পূর্বেই সিজদায়ে সাহু করে নিলে নামাজ হয়ে যাবে। সালাম ফেরানোর পর নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ প্রকাশ পেলে তখন আর সাহু সিজদা করার সুযোগ থাকে না; বরং উক্ত নামাজ পুনরায় আদায় করে নিতে হয়।[47]

## রাকাতের সংখ্যায় ভুল

### নামাজে রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** কারও যদি রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হয় যে, নামাজ কি তিন রাকাত পড়া হলো না-কি চার রাকাত, তাহলে মনে মনে ভাববে। এ ক্ষেত্রে যত রাকাতের ব্যাপারে প্রবল ধারণা হবে, তত রাকাতই পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। এর ওপর ভিত্তি করে বাকি নামাজ পূর্ণ করবে। এ ক্ষেত্রে চিন্তা করার সময় যদি তিন তাসবীহ, অর্থাৎ তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলা পরিমাণ না হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। অন্যথায় সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। আর যদি কোনো ধারণাই প্রবল না হয়, তাহলে তিন রাকাত ধরে নিয়ে এর ওপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাকাতে বৈঠক করে তাশাহুদ পড়তে হবে এবং নামাজ শেষে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।[48]

## প্রথমবার রাকাত নিয়ে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** রাকাত নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি যদি প্রথম প্রথম হয়, তাহলে উচিত হলো নামাজ ভেঙে দিয়ে পুনরায় আদায় করা।[49]

## ভুলে এক রাকাত কম পড়েই সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব যদি ভুলবশত এক রাকাত কম পড়েই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, এরপর ছুটে যাওয়া রাকাতের কথা স্মরণ হয়, তাহলে তিনি তখনই আবার দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ওই রাকাত পূর্ণ করবেন ও সিজদায়ে সাহু দেবেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব আর যেসব মুসল্লী কোনো কথা বলেনি বা নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ করেনি, তাদের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। তবে যারা কথা বলেছেন, বা নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ করেছেন, তাদের নামাজ হবে না। তাদের নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।[50]

## মুসাফির ভুলে কসর না করা

**মাসআলা :** মুসাফিরের ওপর কসর করা, অর্থাৎ চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়া ওয়াজিব। মুসাফির যদি কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করে, তাহলে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে এবং সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাকাত ফরজ ও পরবর্তী দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করে, তাহলে পুরো নামাজই নফল হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু দিলেও ফরজ আদায় হবে না; বরং পৃথকভাবে তাকে ফরজ আদায় করতে হবে। ইমাম যদি মুসাফির হন আর মুক্তাদীগণ মুকীম হন, সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব কসর না করে চার রাকাত পূর্ণ করলে মুকীম মুক্তাদীদের নামাজ সহীহ হবে না।[51]

## সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার পর রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়া

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার পর কেউ যদি নামাজের রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে ইমাম সাহেব নিজের বিশ্বাসের ওপর আমল করবেন। যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, নামাজ পরিপূর্ণভাবেই আদায় করা হয়েছে, তাহলে নামাজ হয়ে গিয়েছে। তবে সতর্কতাবশত চাইলে নামাজ পুনরায় পড়তে পারে। হ্যাঁ, যদি একাধিক ব্যক্তি এমন কথা বলে, তাহলে নামাজ পুনরায় আদায় করা জরুরি।[52]

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী রাকাতের সিজদার পূর্বেই যদি মনে পড়ে, তাহলে আবার বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ, দুআ মাছুরা পড়ে সালাম ফেরালেই নামাজ হয়ে যাবে। আর যদি পরবর্তী রাকাতে সিজদার পরে মনে পড়ে, তাহলে বৈঠকে ফিরে আসবে না; বরং আরও এক রাকাত যুক্ত করে নেবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করে নেবে। তাহলে প্রথম চার রাকাত ফরজ হিসেবে গণ্য হবে আর বাকি দুই রাকাত নফল হিসেবে ধর্তব্য হবে।[53]

## তারাবীর নামাজে ভুলে তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত করে আদায় করা সুন্নাত। কেউ যদি তারাবীর নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে বসার পরিবর্তে ভুলে তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে যান, এ ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব যদি তখন বসার কাছাকাছি থাকেন, তাহলে তিনি বসে যাবেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন। আর যদি তিনি দাঁড়ানোর কাছাকাছি থাকেন, তাহলেও তিনি বসে যাবেন; তবে তখন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতে সিজদা করার পর স্মরণ হয়, তাহলে আরও এক রাকাত যুক্ত করবেন এবং চতুর্থ রাকাত শেষে সিজদায়ে সাহু করবেন। এ ক্ষেত্রে দুই রাকাত তারাবীর নামাজ আর বাকি দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে।[54]

# বৈঠক ও তাশাহুদ-সংক্রান্ত ভুল

### ভুলে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেয়া

**মাসআলা :** কেউ যদি তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে ভুলে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[55]

### তাশাহুদ পড়তে ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** নামাজের প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি প্রথম বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়তে ভুলে যায়, অথবা তাশাহুদের অংশবিশেষ ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[56]

### সূরা ফাতিহার আগে-পরে তাশাহুদ পড়া

**মাসআলা :** কেউ যদি ফরজ নামাজের প্রথম কিংবা তৃতীয়-চতুর্থ রাকাতে ভুলে সূরা ফাতিহার পূর্বে তাশাহুদ পড়ে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজের প্রথম রাকাতে ফাতিহার পূর্বে তাশাহুদ পড়লেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

তবে ফরজ নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে আর অন্যান্য নামাজের প্রথম রাকাত ব্যতীত যেকোনো রাকাতে সূরা ফাতিহার আগে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। আর নামাজের যেকোনো রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তাশাহুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।[57]

## একাধিকবার তাশাহুদ পড়া, প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দুরুদ পড়া

**মাসআলা :** কেউ যদি প্রথম বৈঠকে একাধিকবার তাশাহুদ পড়ে ফেলে, অথবা তাশাহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া শুরু করে 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ' পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ বলার আগেই যদি থেমে যায়, তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কারণ, এটুকু বাক্যের দ্বারাই দুরুদ পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এটুকু পড়ে ফেললে দুরুদ পড়া হয়েছে বলে ধরা হবে। আর এটুকু না পড়লে দুরুদ পড়া হয়নি বলে ধরা হবে। তবে শেষ বৈঠকে যদি ভুলে একাধিকবার তাশাহুদ পড়া হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[58]

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদ দুইবার পড়া

**মাসআলা :** শেষ বৈঠকে তাশাহুদ দুইবার পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, দ্বিতীয়বার তাশাহুদ পড়া হয়েছে দুরুদ শরীফের স্থলে। আর দুরুদ শরীফ পড়তে বিলম্ব হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না।[59]

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়তে ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** কেউ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়তে একেবারেই ভুলে যায় এবং দুরুদ শরীফ আর দুআ মাছুরা পড়ে সালাম ফেরানোর পর তাশাহুদের কথা মনে পড়ে, তাহলে সাথে সাথেই তাশাহুদ পড়ে নেবে, অতঃপর সিজদায়ে সাহু করে নামাজ শেষ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, সালাম ফেরানোর পর নামাজের পরিপন্থী কোনো কাজ না করা। আর যদি সালাম ফেরানোর পর নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ করে ফেলে, তাহলে সাহু সিজদা দেয়া যাবে না; বরং ওই নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।[60]

## প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দাঁড়াতে বিলম্ব করা

**মাসআলা :** প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কেউ যদি তাশাহুদ শেষ করার পরে ভুলে দাঁড়াতে বিলম্ব করে, এবং তা তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা পরিমাণ হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[61]

## প্রথম বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাজে প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব। কেউ ভুলবশত প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গেলে বা দাঁড়ানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে, তখন আর বৈঠকের জন্য ফিরে আসবে না; বরং যথানিয়মে নামাজ শেষ করে সাহু সিজদা দেবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কেউ বৈঠকে ফিরে আসলে তা নিয়মসম্মত না হলেও নামাজ ফাসেদ হবে না; তবে এ ক্ষেত্রেও সাহু সিজদা দিতে হবে। আর যদি বসার কাছাকাছি থাকে, তাহলে বসে যাবে। এবং তাশাহুদ পড়ে যথানিয়মে বাকি নামাজ শেষ করবে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।[62]

## প্রথম বা তৃতীয় রাকাতে ভুলে বসে যাওয়া

**মাসআলা :** প্রথম রাকাত বা তৃতীয় রাকাতের পর যদি ভুলে বসে যায় এবং তিন তাসবীহর চেয়েও কম সময় অবস্থান করার পরে ভুল বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি বৈঠকে তিন তাসবীহ পরিমাণ অবস্থান করে, তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।[63]

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** কেউ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর পুনরায় বৈঠকে ফিরে আসে, তাহলে তার আবার তাশাহুদ পড়তে হবে না; বরং সিজদায়ে সাহু দিয়ে যথানিয়মে নামাজ শেষ করবে।[64]

## শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

**মাসআলা :** কেউ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর পুনরায় বৈঠকে ফিরে আসে, তাহলে তার আবার তাশাহুদ পড়তে হবে না; বরং সিজদায়ে সাহু দিয়ে যথানিয়মে নামাজ শেষ করবে।[64]

## তাশাহুদের কিছু অংশ ছুটে গেলে

**মাসআলা :** প্রথম বা শেষ বৈঠকে যদি তাশাহুদের কিছু অংশ ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। চাই তা ফরজ নামাজে হোক কিংবা নফল নামাজে হোক।[65]

## প্রথম বৈঠকে ভুলে সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে কেউ যদি প্রথম বৈঠকেই ভুলে এক দিকে বা উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং নামাজ-পরিপন্থী কোনো কাজ করার পূর্বেই স্মরণ হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে বাকি নামাজ পূর্ণ করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু দেবে। আর সালাম ফেরানোর পর কথা বললে বা নামাজের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে ওই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।[66]

## মুক্তাদীর তাশাহুদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ইমামের দাঁড়িয়ে যাওয়া বা সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** মুক্তাদীর তাশাহুদ পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান অথবা সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, তাহলে মুক্তাদীর জন্য উচিত হলো তাশাহুদ পূর্ণ করে দাঁড়ানো বা সালাম ফেরানো। আর যদি মুক্তাদী তাশাহুদ পূর্ণ হওয়ার আগেই দাঁড়িয়ে যায় বা সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে মুক্তাদীর নামাজ মাকরূহে তাহরীমী হবে। তবে এর কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[67]

## শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ বাদ দিয়ে দুআ মাছুরা পড়লে অথবা দুরুদ শরীফ, দুআ মাছুরা উভয়টাই বাদ দিয়ে শুধু তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামাজ হয়ে যাবে। সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত এরূপ করলে নামাজ মাকরুহ হবে।

## শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহুর কথা ভুলে যাওয়া

**মাসআলা :** কারও ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলো, কিন্তু শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর সিজদায়ে সাহুর কথা ভুলে গেল এবং দুরুদ পড়ে ফেলল, তাহলে সাথে সাথেই সিজদায়ে সাহু আদায় করে ফেলবে। এবং এতে নতুন কোনো সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[68]

## শেষ বৈঠকে সালাম ফেরাতে বিলম্ব করা

**মাসআলা :** যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ ও দুআ মাছুরা পড়ার পর সালাম ফেরাতে বিলম্ব করে এবং তা তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা পরিমাণ হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কারণ সে নামাজের একটি ওয়াজিব (সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা) আদায়ে বিলম্ব করে ফেলেছে।[69]

## আসসালামু আলাইকুম এর বদলে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর সময় কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে আল্লাহু আকবার বা অন্য কোনো বাক্য দিয়ে নামাজ শেষ করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[70]

# বিতরের নামাজে ভুল

## বিতরের নামাজে দুআ কুনুত না পড়া

**মাসআলা :** বিতরের নামাজে তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দুআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। কেউ ভুলবশত দুআ কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে গেলে কুনুত পড়ার সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই দুআ কুনুত পড়ার জন্য রুকু থেকে ফিরে আসবে না; বরং যথানিয়মে বাকি নামাজ শেষ করবে এবং সাহু সিজদা দেবে।

রুকুতে দুআ কুনুত পড়ে নেয়া কিংবা দুআ কুনুত পড়ার জন্য রুকু থেকে ফিরে আসা যদিও নিয়মসম্মত নয়, তবুও কেউ এমনটি করলে নামাজ ভাঙবে না। তবে সর্বাবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[71]

## দুআ কুনুতের পরিবর্তে সূরা ফাতিহা পড়া

**মাসআলা :** কেউ যদি দুআ কুনুতের পরিবর্তে ভুলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, কুরআন-হাদীসের যেকোনো দুআ পড়ার দ্বারাও কুনুতের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। সূরা ফাতিহার মধ্যে যেহেতু দুআর অংশ রয়েছে, তাই এর মাধ্যমেও কুনুতের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।[72]

## মুক্তাদীর দুআ কুনুত শেষ হওয়ার আগে ইমামের রুকুতে চলে যাওয়া

**মাসআলা :** রমজান মাসে বিতরের তৃতীয় রাকাতে মুক্তাদীর দুআ কুনুত শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান, তাহলে মুক্তাদীও ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে। দুআ কুনুত শেষ করার জন্য রুকুতে যেতে বিলম্ব করবে না। কারণ, দুআ কুনুতের অংশবিশেষ আদায় করার মাধ্যমেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। এখন তার কর্তব্য হচ্ছে ইমামের অনুসরণ করা।[73]

### দুআ কুনুতের পূর্বের তাকবীর ছুটে যাওয়া

**মাসআলা :** বিশুদ্ধ মতানুযায়ী দুআ কুনুতের পূর্বের তাকবীর ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত। সুতরাং দুআ কুনুতের পূর্বের তাকবীর ছুটে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

# তাকবীর ও ঈদের নামাজের ভুল

### নামাজের ভেতরের তাকবীর ও ঈদের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবীর ছুটে যাওয়া

**মাসআলা :** নামাজের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলা সুন্নাত। তা ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। এবং নামাজও আদায় হয়ে যাবে। দুই ঈদের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। তাই তা ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[74]

### ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরে ভুল হওয়া

**মাসআলা :** দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর যদি ভুলে কেউ ছেড়ে দেয়, বা দুয়েকটা তাকবীর কম দেয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[75]

### ভিড়ের কারণে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হলে সিজদায়ে সাহু না দেয়া

**মাসআলা :** ঈদ বা জুমার নামাজে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা করাই নিয়ম। তবে ঈদ বা জুমার নামাজে যদি প্রচুর জনসমাগম হয়, এবং সাহু সিজদার কারণে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, যেমন নামাজ শেষের সালাম এবং সাহু সিজদার সালামের মাঝে পার্থক্য করতে না পারা, সালাম-পরবর্তী তাকবীরটা দাঁড়ানোর তাকবীর না-কি সিজদায় যাওয়ার তাকবীর তা বুঝতে না পারা ইত্যাদি কারণে নামাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকলে সে ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু না করার অবকাশ রয়েছে। তবে যদি এমন কোনো বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।[76]

# যিকির-আযকার ও তাসবীহ-সংক্রান্ত ভুল

## ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ না পড়া

**মাসআলা :** নামাজের শুরুতে ছানা পড়তে ভুলে গেলে অথবা সূরার শুরুতে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[77]

## রুকু-সিজদায় তাসবীহের বদলে বিসমিল্লাহ পড়া

**মাসআলা :** কেউ যদি রুকু-সিজদায় তাসবীহ না পড়ে ভুলে বিসমিল্লাহ পড়ে ফেলে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[78]

## উঁচুস্বরে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ইত্যাদি পড়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে উঁচুস্বরে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অথবা আমীন বললে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[79]

### বাইরে থেকে সূরা ফাতিহা শুনে নামাজের ভেতরে আমীন বলা

**মাসআলা :** নামাজের বাইরের কারও কাছ থেকে সূরা ফাতিহার শেষ আয়াত শুনে নামাজের ভেতরে আমীন বললে নামাজ ভেঙে যাবে। এবং এতে সিজদায়ে সাহু দিলে যথেষ্ট হবে না; বরং নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।[80]

### রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করা

**মাসআলা :** রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। কেউ যদি ভুলবশত এই পরিমাণ সময় অবস্থান না করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি ইচ্ছকৃত এরূপ করে, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে।[81]

## মাসবুকের ভুল

### মাসবুক ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহুর সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহুর সালাম ফেরাবে না। তবে ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। মাসবুক যদি ভুলে ইমামের সাথে সাহু সিজদার সালাম ফেরায়, তাতে নামাজ নষ্ট হবে না এবং নামাজ শেষে সাহু সিজদাও করতে হবে না। তবে মাসবুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এ সালাম ফেরালে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।[82]

## মাসবুক ভুলবশত নামাজ শেষের সালাম ফিরিয়ে ফেলা

**মাসআলা :** মাসবুক যদি ভুলবশত ইমামের আগে বা ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ইমামের পর সালাম ফিরায় (আর সাধারণত এমনটাই হয়ে থাকে), তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে । এ ক্ষেত্রে সালাম ফেরানোর পর যদি নামাজের পরিপন্থী কোনো কাজ না করে, তাহলে দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করবে এবং শেষে সাহু সিজদা আদায় করবে।

## মাসবুক দাঁড়াতে ভুলে যাওয়ার পর অন্য কারও লোকমায় দাঁড়ানো

**মাসআলা :** মাসবুক যদি ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং দাঁড়াতে ভুলে যায়, এরপর যদি অন্য কারও বলার কারণে বা ইশারার কারণে দাঁড়ায়, তাহলে নামাজের বাইরে থেকে লোকমা নেয়ার কারণে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে যদি নিজেরই স্মরণ হয়, তাহলে নামাজ ভাঙবে না।[83]

## মাসবুক নিজের নামাজে ভুল করা

**মাসআলা :** মাসবুক ব্যক্তি যদি নিজের ছুটে যাওয়া নামাজে সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার মতো কোনো ভুল করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[84]

## ইমামের সাথে সাহু সিজদা দেয়ার পর মাসবুক নিজের নামাজে ভুল করা

**মাসআলা :** মাসবুক ব্যক্তি ইমামের কোনো ভুলের কারণে ওয়াজিব হওয়া সিজদায়ে সাহু ইমামের সাথে আদায় করল, এরপর নিজের ছুটে যাওয়া নামাজে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মতো কোনো ভুল হলে পুনরায় সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।[85]

## ইমামের ভুলে মুক্তাদী, মাসবুক সবার ওপরেই সাহু সিজদা ওয়াজিব

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব কোনো ভুল করলে মুক্তাদীর ওপরেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে মুক্তাদী এমন কোনো ভুল করে ফেললে কারও ওপরেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। মাসবুক ব্যক্তিও সিজদায়ে সাহুতে ইমামের অনুসরণ করবে, এ জন্য ভুল হওয়ার সময় ইমামের পেছনে ইক্তিদা করা আবশ্যক নয়; ভুলের পরে ইক্তিদা করলেও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। তাই উচিত হলো মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফেরানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এরপর বাকি নামাজ পূর্ণ করার জন্য দাঁড়ানো। কারণ, হতে পারে ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মাসবুক দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম সাহু সিজদা করে, তাহলে মাসবুকের কর্তব্য হচ্ছে ইমামের সাথে শরীক হওয়া। যদি ইমামের সাথে সাহু সিজদায় শরীক হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে মাসবুকের ওপর ভিন্নভাবে সাহু সিজদা দেয়া আবশ্যক হবে না। কিন্তু মাসবুক যদি দাঁড়িয়ে পরবর্তী রাকাতের সিজদা করে ফেলে, তাহলে আর ইমামের সাথে সাহু সিজদা করার জন্য ফিরে আসবে না; বরং নামাজ শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে।[86]

## মাসবুক ব্যক্তির ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ, দুআ মাছুরা পড়া

**মাসআলা :** মাসবুক ব্যক্তি যদি শেষ বৈঠকে ইমামের পেছনে তাশাহুদের পরে দুরুদ শরীফ ও দুআ মাছুরাও পড়ে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। শেষ বৈঠকে মাসবুকের করণীয় হলো, কিছুটা ধীরগতিতে তাশাহুদ পড়া, যাতে ইমামের সালাম ফেরানো পর্যন্ত তাশাহুদ পড়া চলতে থাকে। আর যদি ইমামের সালামের আগেই তাশাহুদ পড়া শেষ হয়ে যায়, তাহলে বাকি সময় তাশাহুদের শেষে যে কালিমায়ে শাহাদাত রয়েছে তা বারবার পড়তে থাকা।[87]

# তারাবীর নামাজের ভুল

## তারাবীর নামাজে সাহু সিজদা

**মাসআলা :** কেউ কেউ ধারণা করেন, তারাবীর নামাজে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় না। তাদের এই ধারণা ভুল। তারাবীর নামাজেও যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মতো কোনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে।[৪৪]

## তারাবীর নামাজে তাশাহুদ না পড়ে আয়াত নিয়ে চিন্তা করা

**মাসআলা :** কোনো কোনো হাফেজ সাহেব তারাবীর নামাজে আয়াত ভুলে গেলে তাশাহুদ পড়ার সময় তাশাহুদ পড়া বাদ দিয়ে ওই আয়াত নিয়ে চিন্তা করেন। এভাবে চিন্তা করতে গিয়ে যদি তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা পরিমাণ সময় কোনো কিছু পড়া ব্যতীত অতিবাহিত হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে রুকুতে বা সিজদায় গিয়ে যদি এভাবে চিন্তা করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।[89]

## তারাবীর নামাজে প্যাঁচ লেগে বিভিন্ন স্থান থেকে তিলাওয়াত করা

**মাসআলা :** তারাবীর নামাজে কখনো কখনো হাফেজ সাহেব আয়াত ভুলে গিয়ে বা আয়াতে প্যাঁচ লেগে বিভিন্ন স্থান থেকে পড়তে থাকেন, একপর্যায়ে সঠিক আয়াত মনে পড়লে সামনে তিলাওয়াত করেন অথবা মনে না পড়লে রুকুতে চলে যান, এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য, কখনো আয়াত স্মরণে না আসলে এলোপাথাড়ি পড়া উচিত নয়, কারণ এতে নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।[90]

### তারাবীর প্রথম রাকাতে ভুলে বসে পড়া

**মাসআলা :** তারাবীর নামাজে হাফেজ সাহেব যদি ভুলে প্রথম রাকাতেই বসে পড়েন, এরপর কারও লোকমার কারণে কিংবা স্মরণ হওয়ার কারণে আবারও দাঁড়িয়ে যান, এমতাবস্থায় তিনি যদি তিন তাসবীহের চেয়ে কম সময় বসেন, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। এর চেয়ে বেশি সময় বসলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।[91]

এখানে সংক্ষেপে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হলো। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উপরিউক্ত ভুলগুলো যদি অনিচ্ছায় হয়, তবেই সাহু সিজদা দিলে যথেষ্ট হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত এসব ভুল করলে সাহু সিজদা দিলে যথেষ্ট হবে না; বরং নামাজ পুনরায় পড়া আবশ্যক হবে। আর সুন্নাত বা মুস্তাহাব বিষয় ছেড়ে দিলে বা ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

---

# যেসব ভুলে নামাজ ভেঙে যায়

### নামাজে কথা বলা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ ভেঙে যাবে। চাই তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক। কম হোক বা বেশি হোক।

ধরুন আপনার পাশে কোনো ছোট বাচ্চা নামাজে দুষ্টুমি করছে, আপনি তাকে নামাজ অবস্থায়ই বললেন, চুপ করো, এতে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। অথবা ধরুন ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকাতে বসার পরিবর্তে দাঁড়াতে শুরু করলেন, আপনি বলে উঠলেন, ইমাম সাহেব, বসেন, বসেন। এতেও আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। সিজদায়ে সাহু দিলেও নামাজ হবে না।[92]

## নামাজে সালাম দেয়া বা জবাব দেয়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে বা সালামের জবাব দিলেও নামাজ ভেঙে যাবে। কেউ সালাম দিতে শুরু করে 'আসসালামু' বলল, এরপর মনে পড়ল, সে তো নামাজে আছে, তাই চুপ হয়ে গেল, এতেও নামাজ ভেঙে যাবে।[93]

আপনি নামাজের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখলেন তাই সালাম দেয়ার লোভ সামলাতে পারলেন না; কিন্তু না, তখন সালাম দেয়া যাবে না। কারণ, আপনি নামাজে যার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই আল্লাহ তাআলা তো সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ। কখনো দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলা অবস্থায় অন্য কাউকে সালাম দেবেন না নিশ্চয়!

## নামাজে নবীজীর নাম শুনে দুরুদ শরীফ পাঠ করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করার পর কোনো মুসল্লী যদি এর জবাবে দুরুদ শরীফ পড়ে, অথবা আল্লাহ তাআলার নাম শুনে 'জাল্লা জালালুহূ' পড়ে, তাহলে মুসল্লীর নামাজ ভেঙে যাবে।[94]

## নামাজে অন্যের হাঁচির জবাব দেয়া

**মাসআলা :** নামাজরত অবস্থায় কেউ হাঁচি দিয়ে নিজেই 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে নামাজ ভাঙবে না। অবশ্য নামাজে এমনটি করা অনুত্তম। আর অন্য কোনো ব্যক্তির হাঁচির জবাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে নামাজ ভেঙে যাবে।[95]

## নামাজরত অবস্থায় শরীর চুলকানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেউ যদি এমনভাবে শরীর চুলকায় যে, দেখলে নামাজে আছে বলে মনে হয় না, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে।[96]

## নামাজে মহিলাদের সমস্ত চুল ঢেকে রাখা

**মাসআলা :** গায়রে মাহরাম কেউ উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় নামাজে মহিলাদের সমস্ত চুল ঢেকে রাখা জরুরি। যদি নামাজে কোনো মহিলার সমস্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় খোলা থাকে, তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম যদি অনাবৃত থাকে, তাহলে নামাজ ভাঙবে না। মহিলাদের উচিত এমনভাবে পূর্ণ মাথা ঢেকে নামাজে দাঁড়ানো, যাতে চুলের কোনো অংশই প্রকাশ না পায়।[97]

## ইমামের আগে সালাম ফেরানো

**মাসআলা :** মুক্তাদী যদি তাশাহুদ পরিমাণ না বসেই ইমামের আগে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাশাহুদ পরিমাণ পড়ার পর যদি কোনো ওযরের কারণে ইমামের আগে সালাম ফেরায়, তাতে নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কোনো ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত ইমামের আগে সালাম ফেরায়, তাহলে মাকরুহে তাহরীমী হবে। ওই নামাজ পুনরায় পড়ে নেয়া আবশ্যক।[98]

## নামাজ পড়াবস্থায় সূর্য উঠে যাওয়া

**মাসআলা :** ফজরের নামাজ পড়া অবস্থায় যদি সূর্য উঠে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে এবং পরে এর কাযা আদায় করতে হবে।[99]

## মুখে কফ নিয়ে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** মুখে কফ নিয়ে নামাজ পড়ার কারণে যদি কেরাত না পড়া হয়, কিংবা এমনভাবে উচ্চারণ করা হয় যাকে কুরআন বলা যায় না, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে।[100]

## এক জামাতের মুসল্লী আরেক জামাতের ইমামকে লোকমা দেয়া

**মাসআলা :** কোনো মাঠে বা খোলা প্রান্তরে একসাথে কয়েকটা জামাত দাঁড়িয়েছে, তখন এক জামাতের মুসল্লী যদি আরেক জামাতের ইমামের কেরাতের ভুল শুনে লোকমা দিয়ে বসে, তাহলে ওই মুসল্লীর নামাজ ভেঙে যাবে।[101]

## নামাজের বাইরে থেকে লোকমা নেয়া

**মাসআলা :** কেউ একাকী নামাজ পড়ছে, পাশ থেকে নামাজের বাইরের কোনো লোক তার কোনো ভুল ধরে দিল, নামাজী ব্যক্তি যদি তার কথা শুনে ভুল ঠিক করে, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। কারণ, নামাজের বাইরের কারও থেকে লোকমা নিলে নামাজ ভেঙে যায়। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি অতিবৃদ্ধ হওয়ার কারণে বা অসুস্থতাজনিত কারণে নামাজের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পাশ থেকে কেউ তাকে নামাজের কাজগুলো মনে করিয়ে দিতে পারবে। এতে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে।[102]

## ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয়া

**মাসআলা :** মুক্তাদী ইমাম সাহেবকে লোকমা দিলে এবং ইমাম সেই লোকমা গ্রহণ করলে কারও নামাজ ভাঙবে না। তবে মুক্তাদীর উচিত হলো লুকমা দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা। এমনও তো হতে পারে, সাথে সাথেই ইমাম সাহেব ভুল ঠিক করে নিয়েছেন। তাই উচিত হলো ইমাম সাহেব যদি লোকমার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে লোকমা দেয়া। আর এটা বোঝা যাবে যদি ইমাম সাহেব একই আয়াত বারবার পড়তে থাকেন, বা বারবার ভুল আয়াতটি পড়তে থাকেন অথবা দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকেন।

তবে ইমাম সাহেবের জন্যও উচিত হলো লোকমার জন্য অপেক্ষা না করা। যদি ফরজ পরিমাণ কেরাত হয়ে যায়, তাহলে রুকুতে চলে যাওয়া; আর না হলে অন্য জায়গা থেকে তিলাওয়াত শুরু করে দেয়া।[103]

স্বাভাবিকভাবে লোকমা নামাজের একাগ্রতা ও ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। তাই খুব প্রয়োজন ছাড়া লোকমা না দেয়াই উত্তম। এ জন্য ইমাম সাহেবের উচিত হলো, কোথাও তিলাওয়াতে আটকে গেলে আগের আয়াত থেকে আবার পড়া অথবা এই অংশটুকু রেখে এর পর থেকে পড়া; পরের রাকাতে ছুটে যাওয়া ওই অংশটুকু আবার পড়ে নিলেই চলবে।

## লোকমা নেয়ার আগেই কেরাত মনে পড়ে যাওয়া

**মাসআলা :** কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে ভুল পড়ার বা আয়াত ভুলে যাওয়ার কারণে নামাজের বাইরের কেউ তাকে লোকমা দিল। কিন্তু লোকমা দেয়া শেষ হওয়ার আগেই যদি নামাজী ব্যক্তির আয়াত মনে পড়ে যায় এবং তিলাওয়াত শুরু করে দেয়, তাহলে নামাজ ভাঙবে না।

## বাইরে থেকে শুনে ইমামকে লোকমা দেয়া

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব তিলাওয়াতে ভুল করলেন, তখন বাইরের কোনো ব্যক্তির লোকমা মুক্তাদী শুনে যদি ইমাম সাহেবকে লুকমা দেয় আর ইমাম সাহেব সেই লোকমা গ্রহণ করেন, তাহলে সবার নামাজ ভেঙে যাবে।[105]

## নামাজের মধ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' বা 'ইন্নালিল্লাহ' বলা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কোনো দুঃসংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়া, আনন্দের সংবাদ শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া, আশ্চর্যের সংবাদ শুনে 'সুবহানাল্লাহ' বা এ-জাতীয় কোনো শব্দ বলার দ্বারা নামাজ ভেঙে যাবে।[106]

কখনো কখনো প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর যখন আবার ফিরে আসে, তখন নামাজের মধ্যে অনেকেই আনন্দের আতিশয্যে আলহামদুলিল্লাহ বলে ওঠে, এতে নামাজ ভেঙে যাবে।

অন্য কোনো মসজিদের মাইকে আপনার পরিচিত কারও মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা হলো, তখন আপনি নামাজের মধ্যেই 'ইন্নালিল্লাহ' বলে উঠলেন, এতে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে।

## নামাজে ক্রন্দন করা

**মাসআলা :** নামাজে দুনিয়াবি কোনো কারণে কাঁদা, ব্যথায় উফ্, আহ্ শব্দ করার দ্বারা নামাজ ভেঙে যাবে। তবে কুরআনের আয়াত শুনে জাহান্নাম বা আযাবের ভয়ে কিংবা জান্নাতের স্মরণে কাঁদলে নামাজ ভাঙবে না।[107]

যেসব এলাকায় মশা বেশি সেসব এলাকার মসজিদগুলোতে এমন সমস্যা দেখা যায়—নামাজের মধ্যে মশা খুব বেশি কামড়ালে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে উফ শব্দ করে বসেন, এতে নামাজ ভেঙে যাবে।

আবার কখনো কখনো এমন হয়, সিজদা থেকে উঠতে গিয়ে বা বসতে গিয়ে শরীরের কোনো অঙ্গে ব্যথা পেলে মুখ থেকে আহ শব্দ বের হয়ে যায়। অথবা আগের কোনো ব্যথা জেগে ওঠায় আহ বা এ-জাতীয় শব্দ বের হয়, এসবের দ্বারাও নামাজ ভেঙে যাবে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি এতটা অসুস্থ হয় যে, কাতরধ্বনি রোধ করতে পারে না, ব্যথার চোটে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাতরধ্বনি চলে আসে, তাহলে এতে নামাজ ভাঙবে না।[108]

নামাজের খুশু-খুযু অর্জনের অন্যতম পদ্ধতি হলো, অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করা। আর এভাবে কেউ তিলাওয়াত করলে বা শুনলে তার চোখ বেয়ে অবশ্যই অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

কোনো কোনো বুযুর্গের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, নামাজ শেষ করার পর দেখা যেত তার পুরো চেহারা, দাড়ি চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে আছে। আর এভাবে নামাজ পড়ার স্বাদই অন্যরকম।

## নামাজে বিড়াল, তেলাপোকা তাড়ানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেউ যদি বিড়াল, তেলাপোকা ইত্যাদি কোনো প্রাণীকে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে সরিয়ে দেয়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়াই হাত-পায়ের হালকা ইশারা দিয়ে সরিয়ে দিলে নামাজ ভাঙবে না।[109]

## নামাজে কাশি দেয়া

**মাসআলা :** নামাজে কেউ বিনা ওজরে কাশি দিয়ে কোনো শব্দ বা কথার ইঙ্গিত বোঝালে নামাজ ভেঙে যাবে। যেমন কেউ কাউকে অপেক্ষা করতে বলার জন্য নামাজের মধ্যেই জোরে জোরে কাশি দিল, এতে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে ইমাম সাহেবকে লুকমা দেয়ার উদ্দেশ্যে বা গলা পরিষ্কার করার জন্য অথবা নামাজের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রমকালে তাকে থামানোর জন্য কাশি দিলে নামাজ ভাঙবে না।[110]

## নামাজে কুরআন দেখে পড়া, বই-পত্রিকায় নজর পড়া

**মাসআলা :** নামাজে কুরআন দেখে পড়লে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে সামনে রাখা কোনো বই, পত্রিকা বা যেকোনো লেখায় নজর পড়লে এবং তার অর্থ বুঝলে যদিও নামাজ ভাঙবে না, তথাপি নামাজের মধ্যে এমনটি করা মাকরুহ। আর তা নামাজের মনোযোগও নষ্ট করে দেয়। তাই এ থেকে বিরত থাকতে হবে।[111]

## আমলে কাসীর

**মাসআলা :** আমলে কাসীরের কারণে নামাজ ভেঙে যায়।

শাব্দিকভাবে আমলে কাসীরের অর্থ হলো, বেশি কাজ। উলামায়ে কেরাম আমলে কাসীরের পরিচয় বিভিন্নভাবে দিয়েছেন :

ক. যে কাজ সাধারণত দুই হাত দিয়ে করা হয় তাকে আমলে কাসীর বলে। যেমন : পাগড়ি বাঁধা, জামা পরিধান করা, লুঙ্গি পরিধান করা ইত্যাদি। এসব কাজ যদি এক হাত দিয়েও করা হয় তবুও তা আমলে কাসীরের মধ্যেই গণ্য হবে।

আর যেসব কাজ সাধারণত এক হাত দিয়ে করা হয় তাকে আমলে কলীল অর্থাৎ কম কাজ বলা হয়। যেমন : পোশাকের বোতাম খোলা, পাগড়ি ঠিক করা, টুপি পরা ও খোলা ইত্যাদি। এসব কাজ দুই হাত দিয়ে করা হলেও এগুলোকে আমলে কলীল হিসেবে গণ্য করা হবে।

খ. নামাজী ব্যক্তি যে কাজকে বেশি মনে করবে সেটা আমলে কাসীর আর যেটাকে কম মনে করবে সেটাকে আমলে কলীল হিসেবে ধরা হবে।

গ. দূর থেকে কেউ যে কাজ করা অবস্থায় মুসল্লীকে দেখে মনে করবে সে তো নামাজেই আছে, সে কাজকে আমলে কলীল বলা হয়। আর যে কাজ দেখে মনে করবে সে নামাজে নেই, সে কাজকে আমলে কাসীর বলা হয়। এবং এই তৃতীয় মতটি উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

## নামাজের মধ্যে রিংটোন বাজলে

উচিত তো ছিল মসজিদে প্রবেশের আগেই ফোন বন্ধ করে আসা অথবা সাইলেন্ট করে আসা। যদি এগুলো মনে না থাকে এবং নামাজের মধ্যেই কল চলে আসে, তাহলে এক হাত পকেটে ঢুকিয়ে কল কেটে দেয়া বা ফোন বন্ধ করা যাবে। এতে নামাজ ভাঙবে না। নামাজ মাকরুহও হবে না। ফোন বন্ধ করার জন্য যদি দুই হাত ব্যবহার করে কিংবা দেখে দেখে বন্ধ করে, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। এমনইভাবে এক হাত দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় ব্যয় হয়ে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে।[112]

## নামাজের মধ্যে দুআ করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেউ যদি এমন কোনো দুআ করে যা কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া যায়—যেমন কেউ বলল, আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন, সুস্থতা দান করুন—এতে নামাজ ভাঙবে না। তবে যা বান্দার কাছেও চাওয়া যায় এমন কোনো দুআ নামাজে করলে নামাজ ভেঙে যাবে। যেমন কেউ বলল, আল্লাহ, আমাকে অমুক খাবার খাওয়ান, আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করিয়ে দিন, আমাকে টাকা দিন।

উল্লেখ্য, নফল নামাজে সিজদা অবস্থায় কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ পড়া জায়েয আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কিংবা আরবি ভাষায় অন্য কোনো দুআ করা মাকরুহ। 113

## নামাজে পানাহার করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পানাহার করলে নামাজ ভেঙে যাবে।

অনেকের দাঁতের ফাঁকে খাবার আটকে থাকে। নিয়ম হলো, ওযুর সময় মেসওয়াক করে দাঁতের ফাঁক থেকে এ সবকিছু দূর করে ফেলা। এরপরও যদি কারও দাঁতের ফাঁকে ছোলাবুট পরিমাণ খাবার আটকে থাকে, আর নামাজের মধ্যে জিহ্বা দিয়ে বের করে তা খেয়ে ফেলে, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। আর তা ছোলাবুটের চেয়ে কম পরিমাণের হলে নামাজ ভাঙবে না, তবে নামাজ মাকরুহ হবে।[114]

নামাজরত অবস্থায় যদি বাইরে থেকে কোনোকিছু খায় বা পান করে, তাহলে তা যত ছোটই হোক না কেন, তাতে নামাজ ভেঙে যাবে।

## নামাজে কেবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে সিনা কেবলার দিক হতে পুরোপুরি ঘুরে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে, তবে শুধু মুখ ঘুরলে অথবা সিনা সামান্য ঘুরলে নামাজ ভাঙবে না, তবে বিনা প্রয়োজনে হলে মাকরুহ হবে।[115]

## ইমামের আগে দাঁড়ানো

**মাসআলা :** জামাতে নামাজ আদায়কালে মুক্তাদী ইমামের আগে দাঁড়ালে নামাজ ভেঙে যাবে।[116]

বড় ময়দানে বা জুমার দিন ভিড়ের কারণে মসজিদের বাইরে কাতার দাঁড়ালে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ইমামের আগে কেউ দাঁড়ালে নামাজ ভেঙে যাবে। এ জন্যই মসজিদুল হারামে দেখা যায়, কাবার যে পাশে ইমাম সাহেব দাঁড়ান সে পাশে মুসল্লীগণ ইমামের পেছনের কাতারে দাঁড়ান।

## নামাজে দাড়িতে হাত বোলানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে অনেকের অভ্যাস হলো, হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি বোলাতেই থাকে, নামাজে এমনটি করা মাকরুহ। আর যদি এ পরিমাণ দাড়ি বা চুল নিয়ে খেলা করে যে, দেখলে নামাজে আছে বলে মনে হয় না, তাহলে নামাজই ভেঙে যাবে।[117]

## নামাজে লুঙ্গি বা পায়জামা পরিধান করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে লুঙ্গি বা পায়জামা খুলে গেলে করণীয় হলো, যদি সম্ভব হয় তাহলে এক হাতে চেপে ধরে নামাজ শেষ করা; আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এক হাত দিয়ে কোনোরকম তা ঠিক করে নেয়া, যা দিয়ে নামাজ শেষ করা যাবে। কেউ যদি জামা উঠিয়ে দুই হাত দিয়ে লুঙ্গি বাঁধে, যা অন্য কেউ দেখলে মনে করবে সে নামাজে নেই, তাহলে আমলে কাসীর হওয়ার কারণে নামাজ ভেঙে যাবে।[118]

## সতর দেখা যায় এমন কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** অনেক সময় মসজিদে কিছু মুসল্লী ভাইকে দেখা যায়, তারা এমন খাটো শার্ট, প্যান্ট বা গেঞ্জি-ট্রাউজার ইত্যাদি পরে নামাজ পড়তে আসে যে, রুকু-সিজদায় গেলে পেছনের দিকে নিম্নাংশের কাপড় সরে গিয়ে সতর দেখা যায়। এতে অনেক সময় তার পেছনের মুসল্লীদেরও বিব্রত হতে হয়।

যে কাপড় পরলে সতর খুলে যায় এমন পোশাক ব্যবহার করা জায়েয নয় এবং এ ধরনের পোশাকে নামাজ আদায় করাও নাজায়েয। আর নামাজে যদি সতরের কোনো অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খুলে যায় এবং তা এক রুকন (অর্থাৎ তিন তাসবীহ) পরিমাণ সময় খোলা থাকে, তাহলে সে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এ ধরনের পোশাক পরা থেকে (বিশেষত নামাজের সময়) বিরত থাকা আবশ্যক।[119]

## নামাজে জোরে হাসা

**মাসআলা :** কেউ যদি নামাজে এতটুকু শব্দ করে হাসে, যা সে নিজে শুনতে পায়, অন্য কেউ না শোনে, তাহলে এতে নামাজ ভেঙে যাবে, কিন্তু ওযু ভাঙবে না; আর যদি উঁচুস্বরে হাসে, তাহলে ওযুও ভাঙবে, নামাজও ভাঙবে।[120]

## তাকবীরে তাহরীমায় আল্লাহু আকবার এর আলিফ টেনে পড়া

## তাকবীরে তাহরীমায় আল্লাহ্ আকবার এর আলিফ টেনে পড়া

**মাসআলা :** কোনো কোনো মুসল্লী 'আল্লাহু আকবার' শব্দের শুরুর আলিফ টেনে বলে, কেউ যদি নামাজের মধ্যে এরূপ করে, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। এভাবে তাকবীর দিয়ে যদি নামাজ শুরু করে, তাহলে এই তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হবে না এবং নামাজও শুরু হবে না। বিশুদ্ধভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলে পুনরায় নামাজ শুরু করতে হবে। উলামায়ে কেরাম আল্লাহু আকবারের আলিফকে টেনে পড়াকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে তা প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত হয়, যা আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে। এটি সম্পূর্ণ হারাম। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা জরুরি।[121]

## নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** নিষিদ্ধ সময়গুলোতে কোনো ধরনের নামাজ পড়া জায়েয নয়। চাই তা ফরজ হোক বা কাযা হোক। যদি কেউ ওই সময়ে নামাজ পড়ে, তাহলে পুনরায় তা আদায় করা জরুরি। যেমন কেউ ফজরের সময় উঠতে দেরি হওয়ার কারণে সূর্যোদয়ের খানিক পূর্বে নামাজে দাঁড়াল, নামাজ পড়াবস্থায় যদি সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে ওই নামাজ ভেঙে যাবে, এবং পরে তা আবার কাযা করতে হবে। কিন্তু আসরের সময় যদি ওই দিনের আসর আদায় করতে গিয়ে সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে নামাজ ভাঙবে না, নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো পুনরায় ওই নামাজ কাযা করে নেয়া।[122]

## নামাজে ঘুমিয়ে পড়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় বা রুকু অবস্থায় অথবা সিজদায় কোনোরকম ভর দেয়া ছাড়া ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে এতে নামাজ ভাঙবে না; কিন্তু নামাজে চিত বা কাত হয়ে অথবা কোনোকিছুতে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে ওযুও ভেঙে যাবে, নামাজও ভেঙে যাবে।[123]

### নামাজে ঘুমিয়ে পড়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় বা রুকু অবস্থায় অথবা সিজদায় কোনোরকম ভর দেয়া ছাড়া ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে এতে নামাজ ভাঙবে না; কিন্তু নামাজে চিত বা কাত হয়ে অথবা কোনোকিছুতে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে ওযুও ভেঙে যাবে, নামাজও ভেঙে যাবে।[123]

## যেসব ভুলে নামাজ মাকরুহ হয়

### নামাজে অঙ্গ, দাড়ি বা কাপড় নিয়ে খেলা করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে শরীরের কোনো অঙ্গ, দাড়ি বা কাপড় নিয়ে খেললে নামাজ মাকরুহ হবে। খেলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনর্থক কোনো অঙ্গ নাড়াচাড়া করা। নামাজের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে মাথার রুমাল টানাটানি করা, বারবার নিচের দিকে তাকিয়ে জামা বা লুঙ্গি সোজা করা, শরীর থেকে বারবার ধুলা ঝাড়া, বারবার চুল বা দাড়ি হাত দিয়ে সোজা করা, নামাজের ভেতর নখ কামড়ানো ইত্যাদি এ-জাতীয় আরও বিভিন্ন কাজের কারণে নামাজ মাকরুহ হবে।[124]

### নামাজে জামা ঠিক করা

**মাসআলা :** কারও কারও জামা অনেক টাইট থাকে, ফলে রুকুতে গেলে যাতে জামা শরীরের সাথে লেগে থাকার কারণে কষ্ট না হয় তাই রুকুতে যাওয়ার আগে জামা একটু ওপরের দিকে উঠিয়ে নেন, এতে কোনো সমস্যা নেই, নামাজ মাকরুহ হবে না।[125]

যদি জামা শরীরের সাথে এমনভাবে লেপ্টে থাকে যা দৃষ্টিকটু, তাহলে তা ঠিক করা মাকরুহ নয়; বরং এ ক্ষেত্রে ঠিক করে নেওয়াই উচিত। অনেকে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

## নামাজে ইটের টুকরা বা নুড়ি সরানো, কপালের ঘাম মোছা

**মাসআলা :** নামাজে সিজদায় গেলে কখনো কখনো কপালে ইটের টুকরা, নুড়ি পাথর কিংবা শক্ত কোনো জিনিস লাগার কারণে ব্যথা পাওয়া যায়, তাই নামাজের মধ্যেই যদি এগুলো কপাল থেকে সরানো হয়, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে না। কিন্তু যদি কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে কপাল থেকে ধুলোবালি সরানোর চেষ্টা না করা উচিত। কেউ কেউ অনর্থক কপাল থেকে ময়লা সরানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারও ক্ষেত্রে এটি মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। শরীর থেকে অপ্রয়োজনে ময়লা পরিষ্কার করা, মাথার চুল ঠিক করা, বারবার টুপি ঠিক করা, জামার হাতা ঠিক করা, কপাল পরিষ্কার করা—এসব কাজে যদি বিনা প্রয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে। তবে নামাজের মধ্যে যদি মুখ ও কপাল এ পরিমাণে ঘামায় যে, তা নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহলে তা মুছে নেওয়া মাকরুহ নয়।[126]

## নামাজে কান চুলকানো, নাক পরিষ্কার করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে অপ্রয়োজনে বারবার কান চুলকালে বা নাক খোঁচালে নামাজ মাকরুহ হবে, তবে নাক দিয়ে যদি সর্দি ঝরে, অথবা কান দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়, তাহলে তা মুছে ফেলার দ্বারা নামাজ মাকরুহ হবে না।[127]

## নামাজের মধ্যে আঙুল দিয়ে তাসবীহ্ পড়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে হাতের আঙুল দিয়ে তাসবীহ গুনে গুনে পড়লে নামাজ মাকরুহ হবে। সাধারণত নামাজের মধ্যে তাসবীহ্ গুনে পড়ার প্রয়োজনও হয় না। শুধু সালাতুত তাসবীহ্ নামাজে তাসবীহ্ গুনে পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর তা গুনে না পড়লে অনেক সময় সংখ্যায় প্যাঁচ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর একটি সহজ পদ্ধতি এভাবে হতে পারে—আঙুল দিয়ে গণনা না করে হাতের পাঁচটি আঙুল হালকা উচিয়ে ইশারার মাধ্যমে সংখ্যা মনে রাখা। এতে নামাজ মাকরুহ্ হবে না।[128]

## নামাজে আঙুল ফোটানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে আঙুল টানা বা আঙুল ফোটানো মাকরুহ। এতে নিজের যেমন মনোযোগ নষ্ট হয়, অপরের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ হয়। নামাজের বাইরেও সবার সামনে বারবার আঙুল ফোটানো দৃষ্টিকটু কাজ। তাই এ থেকে বিরত থাকা চাই।[129]

## চুলে ঝুঁটি বেঁধে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** পুরুষের জন্য নামাজের মধ্যে চুলে ঝুঁটি বেঁধে রাখা মাকরুহ। স্বাভাবিকভাবেই চুল ছেড়ে নামাজ পড়তে হবে।[130]

## নামাজে কোমরে হাতে দিয়ে দাঁড়ানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো মাকরুহ।[131]

## নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে মুখ কেবলা হতে সরিয়ে ডানে-বামে ঘোরানো মাকরুহ্। এতে নামাজ ভাঙবে না। তবে শুধু চোখের মণি ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরুহ্ নয়। কিন্তু বারবার এভাবে তাকানো উচিত না। এতে নামাজের মনোযোগ নষ্ট হয়। দুনিয়ার কোনো বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ এদিক-ওদিক তাকানোর সাহস পাবে না, তাহলে সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে এদিক-ওদিক তাকানো যাবে![132]

## নামাজে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকা মাকরুহ্।[133]

## নামাজে উভয় পায়ের ওপর ভর করে বসা

**মাসআলা :** নামাজে তাশাহুদ বা দুই সিজদার মাঝে উভয় পায়ের পাতা খাড়া রেখে তার ওপর ভর করে হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে বসা মাকরুহ্।[134]

## মাথা বা কাঁধে চাদর, রুমাল বা গামছা ঝুলিয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** মাথার ওপর বা কাঁধের ওপর রুমাল, চাদর বা গামছা ইত্যাদি রেখে এর দুই পার্শ্ব ঝুলিয়ে রাখলে নামাজ মাকরুহ্ হবে।[135]

## আস্তিনে হাত না ঢুকিয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** প্রচণ্ড গরমে কেউ কেউ জামা শুধু গায়ে জড়িয়ে রাখেন, হাতার ভেতর হাত ঢোকান না, এতেও নামাজ মাকরুহ হবে। দুনিয়ার কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সামনেও তো কেউ এভাবে দাঁড়াবে না। তাহলে মহামহিম আল্লাহ তাআলার সামনে এই দশ মিনিটের জন্য এভাবে দাঁড়ানো কী করে সমীচীন হবে?[136]

## টুপি ছাড়া নামাজ পড়া

**মাসআলা :** টুপি পরা সুন্নাত। বিনা ওযরে টুপি ছাড়া নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেকে তুচ্ছ ভাবার জন্য যদি এমনটা করা হয়, তাহলে সমস্যা নেই। যেমনটা হজের মৌসুমে করা হয়।[137]

## মাথার মাঝে খালি রেখে পাগড়ি বাঁধা

**মাসআলা :** মাথার মাঝখানে সম্পূর্ণ খালি রেখে পাগড়ি বেঁধে নামাজ পড়া মাকরুহ।[138]

## অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে নামাজ পড়া মাকরুহ। 139

## নামাজে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে হাতপাখা বা অন্যকিছু দিয়ে শরীরে বাতাস করা মাকরুহ। তবে তা যদি বেশি পরিমাণে করা হয়, তাহলে আমলে কাসীরের কারণে নামাজ ভেঙে যাবে।[140]

## নামাজে থুতু নিক্ষেপ করা

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে কেবলার দিক ও ডান দিকে থুতু নিক্ষেপ করা মাকরুহ। কারও যদি থুতু ফেলার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে বাম দিকে ফেলবে। কিংবা নিজের পরিহিত জামার একপ্রান্তে থুতু ফেলবে।[141] নামাজের বাইরেও জনসমুখে থুতু নিক্ষেপ করা দৃষ্টিকটু কাজ। এমনইভাবে জনসমুখে কফ পরিষ্কার করা, নাক পরিষ্কার করাও দৃষ্টিকটু।

## জামাত চলাকালীন কাতারে অন্য নামাজ পড়া

**মাসআলা :** জামাত চলাকালীন কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে একাকী নামাজ পড়া মাকরুহ। কারণ, ইমাম সাহেব রুকুতে গেলে সে হয়তো সিজদায় যাবে বা ইমাম সাহেব সিজদায় গেলে সে তখন উঠে দাঁড়াবে, ফলে অন্যান্য মুসল্লীদের নামাজে সমস্যা হবে।[142]

## কাতারের পেছনে একাকী জামাতে দাঁড়ানো

**মাসআলা :** কাতারে জায়গা থাকার পরেও কাতারের পেছনে একাকী জামাতে শরীক হলে নামাজ মাকরুহ হবে। তবে জায়গা না থাকলে একাকী দাঁড়ালে কোনো সমস্যা হবে না।[143]

## সামনে-পেছনে ছবি নিয়ে নামাজ পড়া, জায়নামাজে ছবি থাকা

**মাসআলা :** সামনে, পেছনে, ওপরে, ডানে-বামে প্রাণীর দৃশ্যমান ছবি রেখে নামাজ পড়া মাকরুহ। অবশ্য ছবি যদি অনেক ছোট হয়, যা মানুষের নজরে সাধারণত খুব খেয়াল করা ছাড়া পড়ে না, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে না। এমনিভাবে জায়নামাজের অপরপার্শ্বে যদি বড় কোনো ছবি থাকে, যা এ পাশ থেকে দেখা যায় না, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে না।[144]

## ছবিযুক্ত কাপড়ের ওপর নামাজ পড়া, ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** যদি এমন কোনো কাপড়ের ওপরে নামাজ পড়া হয় যার ওপরে প্রাণীর ছবি আছে, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে। এমনইভাবে প্রাণীর ছবিযুক্ত জামা পরিধান করে নামাজ পড়াও মাকরুহ।[145]

## হারামাইন শরীফের ছবিযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** কাবা শরীফ বা মসজিদে নববীর বা অন্য কোনো মসজিদের ছবিযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নেই। এতে নামাজ মাকরুহ হবে না। এ ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেকেই সরাসরি কাবা শরীফ বা মসজিদের ছবির ওপর বসে যান বা পা দিয়ে দাঁড়ান, এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বিষয় ও আদব-পরিপন্থী। উচিত হলো এর ওপর না বসা। যদি একান্ত বসতেই হয়, তাহলে উল্টিয়ে এরপর বসতে হবে। আমাদের আকাবিরদের অনেকেই হারামাইন শরীফের ছবিযুক্ত জায়নামাজে বসা তো দূরের কথা, নামাজও পড়েন না।[146]

## ফরজ নামাজে এক সূরা দুইবার পড়া

**মাসআলা :** ফরজ নামাজে ইচ্ছাকৃত একই সূরা দুইবার পড়লে নামাজ মাকরুহ হবে, অনিচ্ছাকৃত হলে মাকরুহ হবে না। এমনিভাবে নফল নামাজে এরূপ করলে নামাজ মাকরুহ হবে না।[147]

## জুমার নামাজে বা নিম্নস্বরের নামাজে সিজদার আয়াত পড়া

**মাসআলা :** জুমআ বা বড় জামাতবিশিষ্ট নামাজে সিজদার আয়াত পড়া মাকরুহ। এমনইভাবে নিম্নস্বরে কেরাতবিশিষ্ট নামাজে সিজদার আয়াত পড়া মাকরুহ। কারণ, এ দুই অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদা দিলে মুসল্লীদের মাঝে বিক্ষিপ্ততা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।[148]

## হাতে ভর দিয়ে সিজদায় যাওয়া, হাতে ভর দিয়ে সিজদা থেকে ওঠা

**মাসআলা :** বিনা ওজরে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত জমিনে রাখা বা সিজদা থেকে উঠার সময় আগে হাত উঠানো মাকরুহ। তবে কোনো সমস্যার কারণে হলে মাকরুহ হবে না।[149]

## ছবিযুক্ত টাকা নিয়ে নামাজ পড়া, ছবিযুক্ত আইডি কার্ড নিয়ে নামাজ পড়া।

**মাসআলা :** টাকা-পয়সা ইত্যাদিতে মানুষের ছবি থাকে। এগুলো পকেটে নিয়ে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নেই। নামাজ মাকরুহ হবে না। বিভিন্ন অফিস বা প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীদের অনেক সময় ছবিযুক্ত আইডি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এসব আইডি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে ছবি প্রকাশিত অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে যদি পকেটে বা অন্য কোথাও এমনভাবে রাখা হয়, যাতে ছবি প্রকাশিত না থাকে, তাহলে মাকরুহ হবে না।[150]

## লেহেঙ্গা ও শাড়ি পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** লেহেঙ্গা ও শাড়িতে যদি শরীর পুরো ঢেকে থাকে এবং শরীরের কোনো অবয়ব প্রকাশ না পায়, তাহলে মহিলাদের জন্য তা পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েয হবে। আর যদি শরীরের কোনো অংশ দেখা যায়, তাহলে নামাজই আদায় হবে না। শাড়ি ও লেহেঙ্গাতে সাধারণত দেহের কোনো-না-কোনো অংশ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং নামাজের মধ্যে এসব নিয়ন্ত্রণ করাও অনেক কঠিন। তাই এসব পরে নামাজ না পড়াই উত্তম।[151]

## মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে নাক-মুখ ঢেকে নামাজ পড়া মাকরুহ। হ্যাঁ, শরয়ী বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এমন কোনো চিকিৎসক যদি কোনো অসুস্থতার কারণে নাক বা মুখ ঢেকে নামাজ পড়তে বলেন, তাহলে সমস্যা নেই। তাই বিনা প্রয়োজনে মাস্ক ইত্যাদি দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নামাজ পড়া অনুচিত। এতে দম বন্ধ হয়ে আসার কারণে নামাজের মনোযোগ নষ্ট হয়।[152]

## ইমামের আগে রুকু-সিজদায় যাওয়া, ইমামের আগে মাথা উঠানো

**মাসআলা :** ইমামের আগে রুকু-সিজদায় চলে গেলে অথবা ইমামের আগে রুকু-সিজদা থেকে মাথা উঠালে নামাজ মাকরুহ হবে।[153]

## নামাজে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ বা আমীন বলা

**মাসআলা :** উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ বা আমীন বলা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অনুত্তম[154]

## লাঠিতে ভর দিয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** বিনা ওযরে লাঠি বা কোনোকিছুতে ভর দিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ।[155]

## পরিহিত জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদির ওপর সিজদা দেয়া

**মাসআলা :** ধুলো-ময়লা থেকে চেহারা বাঁচানোর জন্য পরিহিত জামার কোনো অংশের ওপর সিজদা দেয়া মাকরুহ। অবশ্য প্রচণ্ড তাপের কারণে উত্তপ্ত জমিনে সিজদা দেয়া কষ্টকর হয়, তাহলে মাকরুহ হবে না। প্রচণ্ড শীত বা গরমে সরাসরি মাটিতে সিজদা করতে কষ্ট হওয়ার কারণে পাগড়ির প্যাঁচের ওপর সিজদা করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত।[156]

## নামাজের মধ্যে দুআ করা

**মাসআলা :** একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য নফল নামাজে জাহান্নামের আয়াত তিলাওয়াতের সময় আরবিতেই জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং রহমতের আয়াত তিলাওয়াতের সময় রহমত প্রার্থনা করা জায়েয আছে। তবে ফরজ নামাজে এমনটা করা মাকরুহ। আর জামাতে নামাজ আদায়কালীন ইমাম বা মুসল্লী উভয়ের জন্যই এরূপ করা মাকরুহ।[157]

## নামাজে কোনোকিছুর ঘ্রাণ নেয়া

**মাসআলা :** নামাজরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোনোকিছুর ঘ্রাণ নিলে নামাজ মাকরুহ হয়ে যাবে। তবে অনিচ্ছায় ঘ্রাণ নাকে চলে গেলে সমস্যা নেই।[158]

## নামাজে কোনোকিছুর ঘ্রাণ নেয়া

**মাসআলা** : নামাজরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোনোকিছুর ঘ্রাণ নিলে নামাজ মাকরুহ হয়ে যাবে। তবে অনিচ্ছায় ঘ্রাণ নাকে চলে গেলে সমস্যা নেই।[158]

অনেক সময় জুমার দিন বিভিন্ন দুআ-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিরিয়ানির প্যাকেট ইত্যাদি এনে মসজিদে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই খাবারের ঘ্রাণ মুসল্লীদের মনোযোগ নষ্ট করে। এ জন্য উচিত হলো খাবারগুলো আগেই ইমাম বা মুআজ্জিন সাহেবের কামরায় বা অন্য কোনো স্থানে রেখে দেয়া, যাতে খাবারের ঘ্রাণের কারণে মুসল্লীদের নামাজে বিঘ্ন না ঘটে।

এ ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউ কেউ জুমআ বা অন্যান্য দিন কড়া ঘ্রাণের আতর মেখে মসজিদে আসেন। অনেকেই আতরের কড়া ঘ্রাণ সহ্য করতে পারেন না, তখন তার পুরো নামাজের খুশু-খুযুই নষ্ট হয়ে যায়। মোটকথা, আমার কারণে যেন কারও নামাজে সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা চাই।

## কুসুম বা লাল বর্ণের কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা** : পুরুষদের জন্য কুসুম এবং একেবারে গাঢ় লাল রঙের কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই এ ধরনের কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া মাকরুহ।[159]

## ইমাম মেহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ানো

**মাসআলা :** বর্তমানে মসজিদগুলোর মেহরাব মসজিদের ফ্লোরের বরাবর থাকে এবং তা মসজিদেরই অংশ। তাই এ সময়ের মসজিদগুলোতে ইমাম মেহরাবের ভেতর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াতে পারবেন। এতে নামাজ মাকরুহ হবে না। তবে মুসল্লীদের জায়গার সমস্যা না থাকলে বিনা প্রয়োজনে একেবারে মেহরাবের ভেতর না দাঁড়িয়ে মেহরাব থেকে এক দুই কদম পিছিয়ে দাঁড়ানো উচিত। আর জায়গার সংকুলান না হলে পুরোপুরি ভেতরে দাঁড়ানোতে অসুবিধা নেই।[160]

## মসজিদে নিজের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা

**মাসআলা :** মসজিদের ভেতর নিজের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরুহ। অনেকেই নামাজের অনেক আগেই পছন্দমতো জায়গায় জায়নামাজ বিছিয়ে জায়গা দখল করে রাখেন। শরীয়ত একে সমর্থন করে না। মসজিদে এসে ইমাম ও মুআজ্জিনের জায়গা ছাড়া আর যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই বসা যাবে। তবে কেউ যদি কোথাও বসার পর ওযু করার জন্য বা সামান্য সময়ের জন্য অন্য কোথাও যায়, তাহলে ফিরে এসে সেখানেই সে বসার হক রাখে। আর সেখানে অন্য কেউ বসে গেলে তার জন্য উচিত হবে তার জন্য সে জায়গা ছেড়ে দেয়া। তবে এ নিয়ে মসজিদের ভেতর ঝগড়াঝাঁটি বা উচ্চবাচ্য করা কিছুতেই উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে উভয়েই সহমর্মিতা পরিচয় দেখাতে পারে।[161]

## কারও দিকে মুখ করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** কোনো ব্যক্তির চেহারার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে কারও পিঠের দিকে মুখ করে নামাজ পড়লে সমস্যা নেই।[162]

## বিধর্মীদের উপাসনালয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** মন্দির বা কাফের-মুশরিকদের উপাসনালয়ে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরীমী। আল্লাহ তাআলা পুরো জমিনকেই নামাজের জন্য পবিত্র বানিয়ে দিয়েছেন, তাই এসব শিরকী-কুফরী জায়গায় গিয়ে নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই।[163]

## নামাজে মশা মারা ও মাছি তাড়ানো

**মাসআলা :** নামাজের মধ্যে বারবার হাত দিয়ে মশা বা মাছি মারা মাকরুহ। তবে প্রয়োজনে একবার-দুইবার মারলে সমস্যা নেই।[164]

## কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** কাঁধে ব্যাগ ইত্যাদি ঝুলিয়ে নামাজ পড়লে যদি বারবার তা নড়াচড়ার কারণে নামাজে মনোযোগ নষ্ট হয়, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে; অন্যথায় সমস্যা নেই।[165]

## চেহারা দেখা যায় এমন টাইলসযুক্ত মসজিদে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** নামাজী ব্যক্তির সামনে যদি আয়না থাকে, আর সে আয়নায় তাকানোর কারণে খুশু-খুযু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে। বর্তমানে বেশির ভাগ মসজিদে টাইলস লাগানো থাকে। কোনো কোনো মসজিদের টাইলস আয়নার মতো থাকে, যেটায় তাকালে চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। নামাজে মধ্যে এটার দিকে তাকালে যদি খুশু-খুযু নষ্ট হয়, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে। তাই মসজিদে টাইলস লাগানোর সময় এদিকে খেয়াল রাখা চাই, যাতে টাইলসের কারণে নামাজ মাকরুহ না হয়।[166]

## হাতাকাটা জামা পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** হাতাকাটা গেঞ্জি বা শার্ট পরিধান করে নামাজ পড়া মাকরুহে তানযীহী। এমনইভাবে জামার হাতা গুটিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহে তানযীহী। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাদের আদেশ করা হয়েছে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে এবং নামাজে চুল ও কাপড় না গোটাতে।[167]

কাপড় গোটানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অযথা কাপড় গুটিয়ে রাখা। প্যান্ট বা পায়জামা যদি বড় হয়, তাহলে তা টাখনুর ওপরে গুটিয়ে রাখা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, টাখনুর ওপরে কাপড় পরা তো আবশ্যক।

হ্যাঁ, প্রচণ্ড গরমে যদি সম্পূর্ণ হাত ঢেকে রাখতে কষ্ট হয়, তাহলে শুধু কবজির একটু ওপরে হাতা উঠিয়ে রাখা যাবে। আর এই কষ্ট তো শুধু দশ মিনিটের জন্য। এটুকু সময় সবর করা উচিত। তবে কোনো কারণে অপারগ হয়ে যদি হাতাকাটা গেঞ্জি বা শার্ট পরে নামাজ পড়তে হয়, তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে না।[168]

## হাত-মুখ মোছার রুমাল মাথায় বেঁধে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** কেউ কেউ ওযু করার পর যেই রুমাল দিয়ে হাত-মুখ মোছেন, পরে সেটাই মাথায় বেঁধে নামাজ পড়েন, যদি টুপি না থাকে তাহলে এভাবে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নেই।[169]

## কুরআন শরীফ বা খোলা বই সামনে রেখে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** নামাজী ব্যক্তির সামনে যদি কুরআন শরীফ থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এতে নামাজ মাকরুহ হবে না। এমনইভাবে তার সামনে কোনো বই খোলা থাকলে এবং তাতে দৃষ্টি পড়ার কারণে কোনো বাক্য বুঝে ফেললে নামাজ মাকরুহ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে দৃষ্টি দিয়ে লেখা পড়া যাবে না। তাহলে নামাজের খুশু-খুযু নষ্ট হওয়ার কারণে মাকরুহ হবে।[170]

## মসজিদে জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। কিন্তু তাঁদের জুতা পরিধান করে নামাজ পড়ার কারণ ছিল তাঁদের যুগে মসজিদগুলো এখনকার মতো পাকা করা বা টাইলস করা ছিল না। মসজিদ ছিল কাঁচা, নুড়ি পাথর দিয়ে ভরা। ফলে খালি পায়ে নামাজ পড়ার কারণে পায়ে ব্যথা পাওয়া যেত, তাই তাঁরা জুতা পরিধান করে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু আমাদের যুগে যেহেতু মসজিদগুলো পাকা করা থাকে এবং অধিকাংশ মসজিদ এখন টাইলস করা, তাই এখন মসজিদেরে ভেতর জুতা নিয়ে প্রবেশ করা মসজিদের আদবের পরিপন্থী।[171]

মসজিদের বাইরে খোলা মাঠ, খেত-খামার ইত্যাদিতে জুতা পরিধান করে নামাজ পড়লে অসুবিধা নেই। তবে নামাজের আগে লক্ষ করতে হবে, জুতা পবিত্র কি না।

## মসজিদের ছাদে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** মূল মসজিদ খালি রেখে ছাদে জামাত করা মাকরুহ। হ্যাঁ, মূল মসজিদে জায়গার সংকুলান না হলে বা প্রচণ্ড গরম হলে ছাদে নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে।[172]

## পকেটে সিগারেট বা এ-জাতীয় দুর্গন্ধময় জিনিস নিয়ে নামাজ পড়া

**মাসআলা :** পকেটে বিড়ি-সিগারেট বা এ-জাতীয় দুর্গন্ধময় জিনিস নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ মাকরুহ হবে। এমনকি এগুলো মসজিদে নিয়ে আসাই জায়েয নেই। এতে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। কেউ কেউ আবার নামাজের সময় সিগারেটের প্যাকেট সামনে রেখেও নামাজ পড়েন, এটা তো আরও দৃষ্টিকটু বিষয়।[173]

## ইমামের পেছনে কেরাত পড়া

**মাসআলা :** মুক্তাদী যদি ইমামের পেছনে ইচ্ছাকৃতভাবে কেরাত পড়ে, তাহলে নামাজ মাকরুহে তাহরীমী হবে এবং এই নামাজ পুনরায় পড়া আবশ্যক। তবে ভুলবশত পড়ে ফেললে সমস্যা হবে না।[174]

## তিলাওয়াত শুরু করার পর অন্য আয়াতে চলে যাওয়া

**মাসআলা :** নামাজে এক সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত শুরু করার পর বিনা প্রয়োজনে অন্য সূরা বা আয়াতে চলে যাওয়া মাকরুহ। তবে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে উচিত হলো যে সূরা বা আয়াত শুরু করা হয়েছে সেটাই শেষ করা।[175]

## সিজদায় পা জমিন থেকে পৃথক থাকা

**মাসআলা :** কারও কারও নামাজে সিজদায় গেলে উভয় পা জমিন থেকে পৃথক হয়ে ওপরে উঠে থাকে। যদি পূর্ণ সিজদার সময় অন্তত এক পায়ের এক আঙুলও এক তাসবীহ পরিমাণ জমিনে না থাকে, তাহলে নামাজ আদায় হবে না। ফলে এই নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। আর এক পায়ের এক আঙুল এক তাসবীহ পরিমাণ মাটিতে থাকলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে, তবে নামাজ মাকরুহ হবে।[176]

উল্লেখ্য, সিজদায় উভয় পা জমিনে মিলিয়ে রাখা সুন্নাতে মুআক্কাদা। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যেন সিজদারত অবস্থায় উভয় পা জমিনে লেগে থাকে এবং আঙুলগুলো কিবলামুখী থাকে।

## প্রথম তলা পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্য তলায় কাতার দাঁড়ানো

**মাসআলা :** ইমাম সাহেব মসজিদের যে তলায় দাঁড়ান সে তলা থেকেই মুসল্লীদের ইকতিদা শুরু করতে হবে। ওই তলা পূর্ণ হলে এরপর অন্য তলায় দাঁড়াতে হবে। সুতরাং ওই তলা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি অন্য তলায় কেউ দাঁড়ায়, তাহলে তার নামাজ মাকরুহ হবে। তবে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।[177]

# পরিশিষ্ট

নামাজের মাকরুহাত, নামাজ ভঙ্গের বিভিন্ন কারণ এবং সাহু সিজদার মাসায়েল আমরা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসব না বুঝে আসলে অথবা এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো মাসআলার সম্মুখীন হলে স্থানীয় কোনো অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। একটি মাসআলার ওপর অনুমান করে নিজে নিজে অন্য মাসআলার সমাধান বের করা সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ নয়।

মোটকথা, আমার নামাজ যাতে পূর্ণাঙ্গরূপেই আদায় হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। সামান্য একটু অবহেলা আমার নামাজকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই দায়সারা ভাব নিয়ে নামাজ না পড়ে গুরুত্বের সাথে নামাজ পড়া উচিত। সময় তো খরচ হবেই, তাহলে নামাজটা গুরুত্বের সাথেই আদায় করি!

আমাদের দেশে নামাজের এসব গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলের ব্যাপারে তো সাধারণ লোক বে-খবর হয়ে আছেই, পাশাপাশি নামাজ-সংক্রান্ত বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিদআতে লিপ্ত হয়ে আছেন অনেকেই। নামাজ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন বানোয়াট হাদীসের ওপর আমলকারীর সংখ্যাও কম নয়। এ বইতে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব না, তবুও আমরা পরিশিষ্টে দুয়েকটি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

## পাগড়ি বেঁধে নামাজ পড়ার ফযীলত-সংক্রান্ত বানোয়াট হাদীস

অনেককে দেখা যায়, শুধু ফরজ নামাজের সময় পাগড়ি পরিধান করেন, তারা মনে করেন, পাগড়ি বেঁধে নামাজ আদায় করলে ১ রাকাতে সত্তর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর অনেককে এটাও বলতে শোনা যায় যে, যদি ইমাম সাহেব পাগড়ি বেঁধে নামাজ পড়ান, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীগণ নামাজে সত্তর গুণ সওয়াব লাভ করবেন। তা ছাড়া একটি অনির্ভরযোগ্য বইয়ে দেখতে পেলাম, পাগড়ি পরে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আবার আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে পঁচিশ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এরপর উক্ত বইয়ে লেখা হয়েছে যে, এ হাদীসগুলো দুর্বল হলেও বেশি দুর্বল নয়; আর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রথম কথা হচ্ছে, পাগড়ি মাসনূন পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত যে সকল পোশাক ব্যবহার করতেন পাগড়িও তার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বিভিন্ন সময় পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবা-তাবেয়ীনও নামাজে এবং নামাজের বাইরে ব্যাপকভাবে পাগড়ি পরতেন। বহু হাদীস ও আছারে বিশুদ্ধ সূত্রে তা প্রমাণিত আছে। পাগড়ি তাদের নিকট পছন্দনীয় পোশাক ছিল। তাঁরা অন্যান্য পোশাকের ন্যায় তা ব্যবহার করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের অনুসরণে পাগড়ি ব্যবহার করলে অবশ্যই সওয়াব হবে। আর পাগড়ি নামাজের বিশেষ পোশাক নয়; বরং নামাজে ও নামাজের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে পরিধানযোগ্য একটি পোশাক। সাহাবা-তাবেয়ীন শুধু নামাজের সাথে এটাকে সীমাবদ্ধ করতেন না। তাই শুধু নামাজের সময় ব্যবহার করা, অন্য সময় ব্যবহার না করা সালাফের রীতি-পরিপন্থী।

আর পাগড়ি বেঁধে নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকাতের সওয়াব পাওয়া-সংক্রান্ত যে বর্ণনাটি রয়েছে তা সহীহ নয়। এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এটি একটি মিথ্যা ও বাতিল কথা।'[178]

ইমাম সাখাবী রহ. পাগড়ি বেঁধে নামাজ আদায় করার ফযীলত সম্পর্কিত যে তিনটি বর্ণনা প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে এ বর্ণনাটিও রয়েছে।[179]

অনুরূপ পাগড়িবিশিষ্ট দু-রাকাত নামাজ পাগড়িহীন পঁচিশ রাকাতের সমান এবং পাগড়িবিশিষ্ট একটি জুমআ পাগড়িহীন সত্তর জুমআর সমান যে বর্ণনা রয়েছে, সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এ বর্ণনাটিকে মওযূ অর্থাৎ জাল বলেছেন।[180]

হাফেজ সাখাবী রহ. এ বর্ণনাটিকেও প্রমাণিত নয় বলেছেন।[181]

হাফেজ সুয়ূতী রহ. যাইলুল লাআলিল মাসনূআতে (১/৪২৭) ইবনু হাজার রহ.-এর উক্ত কথা উদ্ধৃত করেছেন।[182]

এ সম্পর্কে আরও দেখুন : তাযকিরাতুল মাওযূআত, ১/১৫৫; আলআসারুল মারফুআ, ১/২৩২; আলমাসনূ, ১/১১৮

সুতরাং এ ধরনের বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকে আমলযোগ্য যয়ীফ বলা ঠিক নয়। হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে এমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকাশ থাকে যে, আমলের ফযীলত বিষয়ে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য—এটি মুহাদ্দিসগণের একটি স্বীকৃত কথা। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো, বর্ণনাটি মাতরুক বা মুনকার পর্যায়ের না হতে হবে। তাই ব্যাপকভাবে যেকোনো যয়ীফ হাদীসই আমলযোগ্য বলা ঠিক নয়।

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন, যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করার জন্য শর্ত হলো—ক. সনদের দুর্বলতা বেশি না হতে হবে। এটি সর্বসম্মত বিষয়। সুতরাং যয়ীফ হাদীসের শ্রেণি থেকে ওই বর্ণনা বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে কোনো রাবী মিথ্যুক রয়েছে বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কিংবা তিনি বেশি ভুল করেন।

খ. ওই আমল শরীয়তের কোনো-না-কোনো মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

গ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি সুপ্রমাণিত এমন আকীদা পোষণ না করতে হবে।[183]

ইবনু হাজার রহ.-এর এই তিন শর্তের কথা হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব—দুরারুল হুক্কাম, ১/১২, আদ্দুররুল মুখতার এবং রদ্দুল মুহতারেও উল্লেখ রয়েছে।

আল্লামা হাসকাফী রহ. যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করার উক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন, 'মওযূ হাদীসের ওপর তো কোনো অবস্থাতেই আমল করা জায়েয নয়।'[184]

অতএব পাগড়ি পরিধান করে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ, পঁচিশ গুণ সওয়াব পাওয়া-সংক্রান্ত যে বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো তো হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ইমাম ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে মওযূ ও বাতিল বর্ণনা। এসব বর্ণনাকে ভিত্তি করে অধিক ফযীলত পাওয়ার আশায় পাগড়িকে শুধু নামাজের সময় ব্যবহার করা ঠিক নয়।

আর ইমাম পাগড়ি বেঁধে নামাজ পড়ালে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সত্তর গুণ সওয়াব লাভ করবে এ কথার স্বপক্ষে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায় না। তাই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি ছাড়া এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো বিশ্বাস না করে পাগড়িকে নিয়মিত পোশাকের অংশ বানানো যে উত্তম কাজ, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পাগড়ি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পোশাক এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটি নামাজের সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাই ইকামাত চলাবস্থায় ইকামাতের জবাব না দিয়ে পাগড়ি বাঁধায় ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। পাগড়ি বাঁধতে চাইলে আগেই পাগড়ি বেঁধে আসা উচিত। কেউ কেউ পাগড়ি বাঁধতে গিয়ে তাকবীরে উলাই পান না।

## জায়নামাজের দুআ

অনেককেই দেখা যায়, নামাজের শুরুতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে 'ইন্নি ওয়াজজাহতু...' এই দুআ পড়েন। আমাদের সমাজে এটি জায়নামাজের দুআ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু উল্লেখিত দুআটি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়া প্রমাণিত নয়। তবে নামাজে তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়ার কথা হাদীসে এসেছে। এ-সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে ফিকহবিদগণ নফল নামাজে তাকবীরে তাহরীমার পর সানার পূর্বে এ দুআ পড়াকে উত্তম বলেছেন। তবে ফরজ নামাজে পড়বে না।

ফরজ, সুন্নাত, নফল—সব নামাজে তাকবীরে তাহরীমার পর সুন্নাত হচ্ছে সানা পড়া। হাদীসে বর্ণিত :

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর পড়তেন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা, ওয়াতাবারা কাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুকা।'[185]

আমাদের সমাজে নামাজ-কেন্দ্রিক অনেক ভুল ধারণা ও আমল প্রচলিত রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সঠিক মাসআলা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

# আরও কয়েকটি ভুল

## নামাজে মনে মনে কুরআন পড়া

যে সমস্ত নামাজে নিঃশব্দে কেরাত পড়া হয়, সে সকল নামাজে অনেককে দেখা যায়, মুখ-ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সূরা কেরাত পড়েন। হয়তো তারা এই ভুল ধারণায় আছেন যে, নিঃশব্দে কেরাত পড়া মানে 'মনে মনে পড়া'। এটি ঠিক নয়। কারণ, যে সকল নামাজে কেরাত নিঃশব্দে পড়তে বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, নিচু স্বরে তিলাওয়াত করা। আর মনে মনে তিলাওয়াত করাকে কোনোক্রমেই নিচু স্বরে পড়া বলা যায় না।

ফিকহ্-ফাতাওয়ার কিতাবাদি থেকেও বোঝা যায় যে, নিম্নস্বরে কেরাত পড়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এমনভাবে পড়া, যেন সে নিজে শুনতে পায়। আর সর্বনিম্ন এতটুকু তো অবশ্যই জরুরি যে, সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করে ঠোঁট-জিহ্বা নেড়ে পড়া। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যোহর ও আসর নামাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন পড়তেন, তখন কোনো কোনো আয়াত সাহাবায়ে কেরামও কখনো কখনো শুনতে পেতেন। হযরত আবু মামার বলেন, আমরা হযরত খাববাব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যোহর ও আসর নামাজে কুরআন পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মোবারক নড়াচড়া দ্বারা।[186]

অতএব কেরাত পড়ার সময় জিহ্বা ও ঠোঁট ব্যবহার করে মাখরাজ থেকে সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করতে হবে। অন্যথায় শুধু মনে মনে পড়ার দ্বারা কেরাত আদায় হবে না।

## তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা

# তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা

এটি আরেকটি ভুল। ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার সময় এই ভুলটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে বাঁধাকেই অনেকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নামাজের শুরুতে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমে মনে মনে কোন নামাজ পড়ছি এর সংকল্প করতে হবে। এর নাম নিয়ত, যা নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি। উল্লেখ্য, মনে মনে সংকল্প করে নিলেই নিয়ত হয়ে যাবে, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

দ্বিতীয় কাজটি হলো, তাকবীরে তাহরীমা। অর্থাৎ স্পষ্ট উচ্চারণে 'আল্লাহু আকবার' বলা। যেহেতু এই তাকবীরের মাধ্যমে নামাজ-বহির্ভূত সকল কাজ হারাম হয়ে যায় তাই একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। এই তাকবীর বলা ফরজ। যা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

তৃতীয় কাজ হলো, কান পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে নাভির নিচে বাঁধা। এই কাজটি সুন্নাত। প্রচলিত পরিভাষায় 'নামাজের নিয়ত বাঁধা' এই তিন আমলের সমষ্টিকেই বোঝায়।

এখন কেউ যদি শুধু হাত উঠিয়ে তা বেঁধে নিল কিন্তু আল্লাহু আকবার বলল না বা মনে মনে বলল, তাহলে নামাজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফরজটিই আদায় হয়নি। ফলে তার নামাজ শুরুই হবে না। অতএব এখানেও তাকবীর স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। শুধু মনে মনে বলা যথেষ্ট নয়।

# আমীন মনে মনে বলা

অনেকে মনে করেন, নামাজে শব্দ করে আমীন বলাই যাবে না। এটা ভুল ধারণা। নিয়ম হলো, জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমাম সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর মুকতাদী 'আমীন' বলবে। আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলা দুটোই শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যদিও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল আস্তে বলাই ছিল, তাই অনেক ফকীহ আস্তে বলাকেই উত্তম বলেছেন। আর আহনাফদের মাযহাব এটিই। কিন্তু এর অর্থ কোনোভাবেই মনে মনে বলা নয়। 'আস্তে বলা' কিংবা 'অনুচ্চস্বরে বলা' আর 'মনে মনে বলা' এক কথা নয়। হাদীসের মধ্যে আছে,

إذا أمَّنَ القارِئُ فأمِّنُوا، فإنَّ المَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فمَن وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

যখন কারী সাহেব আমীন বলবেন তখন তোমরাও আমীন বলো। কারণ, ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলা সাথে মিলে যাবে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[187]

তাই আমীন বলার এই ফযীলতপূর্ণ সুন্নাতটি আদায় করার সময়ও তা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা উচিত।

এই তিনটি আমল ছাড়াও নামাজের অন্যান্য তাকবীর, তাসবীহ, তাশাহহুদ ও দুআর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই আমলগুলোও মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

## সুতরার বিধান

সুতরা-সংক্রান্ত মাসআলা অনেকের কাছেই অজানা। ফলে কেউ কেউ নামাজী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গুনাহের ভাগীদার হয়ে যান। আবার কেউ এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ জানেন না।

নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হযরত আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاَةِ كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا

'যে ব্যক্তি কোনো নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, সে যদি জানত (এর শাস্তি কতটা ভয়াবহ), তাহলে তার কাছে এক শ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে হতো নামাজীর সামনে দিয়ে এ পদক্ষেপের তুলনায়।'[188]

অন্য হাদীসে এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِى قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কীরূপ শাস্তিভোগের আশঙ্কা রয়েছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাও ভালো মনে করত।'

হযরত আবুন নাযর বলেন, 'আমার জানা নেই, হাদীসে চল্লিশের কী অর্থ—চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস, না-কি চল্লিশ বছর।'[189]

নামাজী ব্যক্তি চলাচলকারীদের থেকে আড়াল করার জন্য সামনে যে লাঠি বা অন্য কোনো বস্তু রাখে, তাকে সুতরা বলে। যদি এমন স্থানে নামাজ আদায় করা হয় যেখানে লোকজনের চলাফেরার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে সামনে একটি বস্তু (দেয়াল, পিলার, লাঠি ইত্যাদি) রাখা জরুরি, যাতে নামাজ অবস্থায় সামনে দিয়ে লোকজন চলাচলের কারণে নামাজে বিঘ্ন না ঘটে।

১. জামাতের নামাজে ইমামের সুতরাই মুসল্লীদের জন্য যথেষ্ট। মুকতাদীদের সামনে সুতরা না থাকলেও ইমামের সুতরার বাইরে তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে। তবে ইমামের সুতরার ভেতরে মুকতাদীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না।

২. একাকী নামাজ আদায়কালেও সুতরা সামনে দিয়ে নামাজ পড়ার আদেশ হাদীসে এসেছে।[190]

৩. ৪০ হাতের চেয়ে বেশি প্রশস্ত মসজিদে অথবা বড় মাঠে মুসল্লীর চার-পাঁচ গজ অর্থাৎ দুই-তিন কাতার সামনে দিয়ে সুতরা ছাড়াই অতিক্রম করা জায়েয আছে। এর চেয়ে ছোট মসজিদে মুসল্লীর সামনে দিয়ে সুতরা ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয নেই।[191]

তবে স্টেশনচত্বরে বিশেষ প্রয়োজন হলে মুসল্লীর সিজদার স্থানের একটু সামনে দিয়ে সুতরা ছাড়া অতিক্রম করলে গুনাহ হবে না।[192]

৪. সুতরার পরিমাণ হবে কমপক্ষে এক হাত। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে (সেটা কতটুকু হবে) তিনি বললেন, হাওদার লাঠির মতো।[193] আর আতা রহ. বলেন, হাওদার লাঠির দৈর্ঘ্য হলো, এক হাত বা তার চেয়ে বেশি।[194]

এক হাতের চেয়ে ছোট বিছানা বা ব্যাগ, বোতল, জুতার বাক্স ইত্যাদি সুতরা হিসেবে যথেষ্ট হবে না।

সুতরা জমিনে স্থির থাকতে হবে। সুতরাং রুমাল, গামছা, জায়নামাজ ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেয়াটা সুতরা হিসেবে যথেষ্ট নয়। তবে বিশেষ ওযরের সময় যদি এগুলো ছাড়া আর কিছুই না পাওয়া যায়, তাহলে এভাবে অতিক্রম করার অনুমতি রয়েছে।[195]

৫. বিশেষ প্রয়োজনে এক মুসল্লীর সামনে থেকে সুতরা নিয়ে অপর মুসল্লীর সামনে রেখে এভাবে কয়েকজন মুসল্লীকে অতিক্রম করা জায়েয আছে।[196] কিন্তু এতে নামাজীর মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমনটা করা উচিত নয়।

৬. কেউ খাট বা উঁচু স্থানে নামাজ পড়লে তখনো তার সামনে দিয়ে সুতরা ছাড়া অতিক্রম জায়েয নেই। তবে খাটের সমতলের নিচ দিয়ে অতিক্রম করলে (যেন শরীরের অংশ ওপরে না ওঠে) কোনো অসুবিধা নেই।[197]

৭. কেউ মুসল্লীর ঠিক সামনে থেকে উঠে গেলে কোনো গুনাহ হবে না। কারণ, এটাকে অতিক্রম করা বলে না, উঠে যাওয়া বলে। অনেকেই এটা না জানার কারণে বসে বসে অপেক্ষা করেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلًا.

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি নামাজ আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে খাটে শুয়ে থাকতাম। কোনো কোনো সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো; কিন্তু আমি তাঁর সামনে দিয়ে যেতে অপছন্দ করতাম। তাই আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম।'[198]

অবশ্য প্রয়োজন না থাকলে এ ক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই উত্তম। বিশেষ করে, যখন সরে গেলে অন্য মানুষদের নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকে, তখন বিনা প্রয়োজনে না সরাই উচিত।[199]

৮. নামাজী ব্যক্তি চাইলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য ইশারা কিংবা তাসবীহ জোরে পড়ে সতর্ক করা জায়েয আছে। আর মহিলারা ডান হাতকে বাম হাতের পিঠের ওপরে তালির মতো আওয়াজ করে বাধা দিতে পারে।[200] তবে নামাজীর জন্য এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ না নেওয়াই শ্রেয়।

৯. কখনো দেখা যায়, সামনের কাতারে জায়গা খালি রেখে পেছনের কাতারে মুসল্লী দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে সামনের খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য পেছনের মুসল্লীদের অতিক্রম করে যাওয়া যাবে। এতে অতিক্রম করার গুনাহ হবে না। কারণ, কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা মাকরুহে তাহরীমী।[201]

## নামাজের নিয়ত আরবিতে করা

প্রত্যেক ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের শুরুতেও নিয়ত আবশ্যক। কোনো কাজের ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকেই নিয়ত বলে। সুতরাং নামাজ-রোযা ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে অন্তরের সংকল্পই নিয়ত হিসেবে যথেষ্ট; মুখে উচ্চারণ করে বলা জরুরি নয়। তবে অন্তরের নিয়তের সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করে বলতে নিষেধ নেই। কেউ যদি ইচ্ছার দৃঢ়তার জন্য মুখেও উচ্চারণ করে নেয়, তবে তা দূষণীয় হবে না।[202]

তবে আমাদের সমাজে আরবিতে নিয়ত করার যে প্রচলন রয়েছে, এর কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই। কোনো হাদীস তো দূরের কথা, কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী, তাবি তাবিয়ীর আমলেও পাওয়া যায় না। এবং প্রচলিত আরবি নিয়তটি কোনো বিশুদ্ধ কিতাবেও পাওয়া যায় না। অথচ অনেক মুসল্লীকে দেখা যায় এই আরবি নিয়ত পড়তে পড়তে তাকবীরে উলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ছেড়ে দেন। আবার অনেকে ইমাম সাহেবকে রুকুতে পেয়েও আরবিতে নিয়ত করতে করতে রুকুতে শরীক হতে পারেন না। ফলে তার এক রাকাত নামাজই ছুটে যায়। আবার অনেকে আরবিতে নিয়ত করাকে আবশ্যক মনে করেন, এটাও ভুল ধারণা।[203]

## বিতরের কাযা

স্বাভাবিক অবস্থায় বিতর নামাজ শেষরাতে আদায় করা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

'তোমরা বিতরকে রাতের শেষ নামাজ বানাও।'[204]

ওপরের হাদীসটি তাদের জন্য, যারা শেষরাতে ওঠেন বা উঠতে পারবেন বলে নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু যারা শেষরাতে কখনোই ওঠেননি বা ঘুম গভীর হওয়ার কারণে ওঠার তেমন সম্ভাবনাও নেই, তাদের জন্য অন্য সমাধান দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, শেষরাতে উঠতে পারবে না, সে যেন প্রথম-রাতেই বিতরের সালাত আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষরাতে উঠতে পারবে বলে মনে করে, সে যেন শেষরাতেই বিতরের সালাত আদায় করে। এ জন্য যে, শেষরাতের সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটা অনেক ভালো।'[205]

তাই যাদের নিশ্চয়তা রয়েছে শেষরাতে উঠতে পারবেন, তাদের জন্য প্রথম-রাতে বিতর না পড়া ঠিক আছে। কিন্তু যাদের নিশ্চয়তা নেই, তাদের প্রথম-রাতেই বিতর আদায় করে নেয়া উত্তম। প্রয়োজনে প্রথম-রাতেই এশার নামাজের পর দু-চার রাকাত নফল আদায়ের পর বিতর আদায় করা যায়।

বিতর নামাজেরও কাযা পড়তে হবে। কেননা, বিতর নামাজ ওয়াজিব। আবু সাইদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বিতরের নামাজের কথা ভুলে যায় বা বিতর পড়া ব্যতীত ঘুমিয়ে পড়ে, সে যেন স্মরণ হওয়ামাত্রই বা ঘুম থেকে ওঠামাত্রই বিতর পড়ে নেয়।'[206]

## তাহাজ্জুদ ও ফজরের সুন্নাত-সংক্রান্ত আলোচনা

তাহাজ্জুদের নামাজ পড়াবস্থায় যদি ফজরের আজান দিয়ে দেয়, তাহলে ওই নামাজ ফজরের সুন্নাত হিসেবে ধর্তব্য হবে কি না এ নিয়ে অনেকেই দোটানায় ভোগেন। কেউ কেউ পুনরায় সুন্নাত আদায় করেন।

যদি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তবুও এটাকে তাহাজ্জুদ হিসেবেই ধরা হবে। তাই আজানের পর স্বতন্ত্রভাবে ফজরের সুন্নাত আদায় করতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরেই তাহাজ্জুদ শুরু করা হয়েছে, তাহলে তা ফজরের সুন্নাত হিসেবে ধর্তব্য হবে; আলাদাভাবে ফজরের সুন্নাত আদায় করতে হবে না।[207]

## তাড়াহুড়া করে জামাতে শরীক হওয়া

অনেককেই দেখা যায়, জামাত শুরু হওয়ার পর দৌড়ে এসে জামাতে শরীক হন। প্রথমত, এ ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

'জামাত শুরু হয়ে গেলে তোমরা তাড়াহুড়া করে এসো না; বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসো এবং শান্ত থাকো। অতঃপর যত রাকাত পাবে তা পড়ে নেবে। আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নেবে।'[208]

আরেক হাদীসে আছে, আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন সময় পৌঁছলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে। তখন তিনি কাতারে পৌঁছানোর আগেই (তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে) রুকুতে চলে গেলেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বললেন,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

'আল্লাহ তাআলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে সামনে থেকে আর এমন করবে না।'[209]

দ্বিতীয়ত, এভাবে তাড়াহুড়া করে জামাতে শরীক হওয়ার কারণে নামাজে মনোযোগ থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাস স্থির না হতেই এক রাকাত শেষ হয়ে যায়। এ জন্য উচিত হলো আজানের সাথে সাথেই নামাজের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করা, যাতে জামাত শুরু হওয়ার পর্যাপ্ত সময় আগেই মসজিদে যাওয়া যায়।

## যানবাহনে নামাজ

যানবাহনে নামাজের সময় হয়ে গেলে আমরা অনেকেই দ্বিধায় পড়ে যাই, নামাজ এখন পড়ব না-কি পড়ব না। এ-সংক্রান্ত মাসআলার ক্ষেত্রে অনেকেই আমরা ভুল করে থাকি।

চলন্ত লঞ্চ, জাহাজ, ট্রেন ও বিমানে ফরজ নামাজ সম্ভব হলে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদাসহ আদায় করতে হবে। দাঁড়ানো যদি কষ্টকর হয় তাহলে বসে স্বাভাবিক রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। এভাবে নামাজ আদায় করতে পারলে পরবর্তী সময়ে তা পুনরায় পড়তে হবে না। আর যদি কেবলামুখী হয়ে রুকু-সিজদার সাথে নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেভাবে সম্ভব বসে বা ইশারায় নামাজ পড়ে নেবে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সতর্কতামূলক ওই ফরজ নামাজ আবার পড়ে নিতে হবে।

আর বাসে যেহেতু সাধারণত দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া যায় না, তাই কাছাকাছি যাতায়াতের ক্ষেত্রে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে গন্তব্যে পৌঁছে নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না বলে মনে হলে এবং নেমে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ অথবা অসুবিধাজনক না হলে পথিমধ্যে নেমে ফরজ নামাজ পড়ে নেবে। আর দূরের যাত্রা হলে অথবা যে ক্ষেত্রে নেমে গেলে ঝুঁকি অথবা সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত্রে বাস না থামলে সিটেই যেভাবে সম্ভব বসে বা ইশারায় নামাজ আদায় করে নেবে এবং সতর্কতামূলক পরবর্তী সময়ে এর কাযা করে নেবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘযাত্রায় বাস চালকগণের উচিত ফরজ নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে কোনো মসজিদে যাত্রাবিরতি করা। এ বিষয়ে বাস-মালিকদেরও ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়ে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে মালিক সমিতি ও শ্রমিক সমিতিগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর যাত্রীগণের কর্তব্য হলো, বাসের একজন মুসল্লী নামাজ পড়তে চাইলেও তার জন্য বাস থামাতে চালককে নির্দেশনা দিয়ে রাখা।[210]

## কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো

করোনার প্রাদুর্ভাবের সময় দীর্ঘদিন আমরা কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে নামাজ পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এখনো কেউ কেউ এভাবেই নামাজ পড়ে থাকেন। এমনকি সামনের কাতারে খালি রেখেই অনেকে পেছনে দাঁড়িয়ে যান। অথচ কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা মাকরুহে তাহরীমী। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

'তোমরা সামনের কাতার পূর্ণ করো। এরপর তার পরবর্তী কাতার। অপূর্ণ থাকলে তা যেন পেছনের কাতারে থাকে।'[211]

ফুকাহায়ে কেরামের মতে সামনের কাতার খালি রেখে পেছনে দাঁড়ালে নামাজ মাকরুহ হবে।[212]

এ জন্য নামাজে দাঁড়ানোর সময় নিজের সামনের খালি জায়গা পূরণ করে দাঁড়াতে হবে। কেউ কেউ এসির নিচে বা ফ্যানের নিচে দাঁড়ানোর জন্য সামনে খালি রেখেই দাঁড়িয়ে যান, এটাও অনুচিত কাজ।

# নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির উপায়

নামাজ মুমিনের চক্ষু শীতলকারী। মুমিন যখন দুনিয়ার সব ক্ষেত্রেই পেরেশানীতে ভোগে, তখন সে নামাজে দাঁড়িয়ে আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায়। দুনিয়ার কোথাও যখন সে একটুখানি শান্তি খুঁজে পায় না, সব জায়গা থেকেই যখন তাকে বিতাড়িত করা হয়, তখন সে নামাজে তার রবের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। আশ্রয় খুঁজে পায় জগৎসমূহের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে। এরপর অত্যন্ত নমনীয়ভাবে তাঁকে বলে, 'আমরা তো কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।'[213]

দুনিয়ার সব দরবার থেকেই যখন সে হয় তাড়িত, অপদস্থ আর লাঞ্ছিত, তখন নামাজে দাঁড়িয়ে সে তার রবের কথাই বারবার উচ্চারণ করে, 'বান্দা, তুমি আমাকে ডাকো; আমি তোমার ডাকে সাড়া দেবই দেব।'[214]

যেন বান্দা অশ্রুভেজা কণ্ঠে বোঝাতে চাচ্ছে, ইয়া রব, আপনি ডাকতে বলেছেন, তাই ডেকেছি আপনাকে। আর কিছু বলতে হবে না জানি। কারণ, আপনি তো বান্দার সবকিছুই জানেন। রাতের ঘন আঁধারে সমুদ্রের জলরাশির নিচে কালো পাথরের ওপর হেঁটে চলা জীবের পদধ্বনিও আপনার নখদপর্ণে রয়েছে। দুনিয়াতে যা হয়েছে এবং যা হয়নি সেসব কিছুই আপনার ইলমে রয়েছে; সুতরাং আমার যে আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ই নেই, এটাও আপনার জানা আছে নিশ্চয়।

রবের সাথে বান্দার এমন কথোপকথন কেবল নামাজের মাধ্যমেই সম্ভব। বান্দা দুঃখভরা দিল নিয়ে নামাজে দাঁড়ায়, এরপর তার রবেরই পাঠানো কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলে। নামাজ শেষে সে এমন অবস্থায় ফেরে যেন তার জীবনে কোনো দুঃখই ছিল না।

বান্দা অসংখ্য বিপদে জর্জরিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোথায়, কার কাছে যাবে ভেবে কুল পায় না। কার কাছে সাহায্য চাইবে খুঁজে পায় না। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কাউকে পাশে পায় না। ঠিক তখনই তার সামনে তার রবের বাণী ভেসে ওঠে,

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।[215]

তখন সে অত্যন্ত বিনয়ী ভাব নিয়ে নামাজে দাঁড়ায়। এরপর একের পর এক আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকে। রুকুতে রবের সামনে আবারও বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে। এরপর সিজদায় গিয়ে চূড়ান্ত বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে বোঝাতে চায়, ইয়া রব, আমি তো তোমাকে সবকিছু সঁপেই দিলাম, এখন তুমি আমার হয়ে যাও।

এই যে রবের সাথে বান্দার এমন গভীর সম্পর্ক, রবের সামনে নিজেকে পেশ করার সবচেয়ে সহজ উপায় এবং রব বান্দার হয়ে যাওয়ার এক মধুরতম মুহূর্ত—এটা নামাজের মাধ্যমেই সম্ভব।

এই নামাজ যে কেবল ব্যক্তিজীবনেও প্রভাব ফেলে তা নয়; পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রেই নামাজের প্রভাব রয়েছে ব্যাপকভাবে।

সমাজের সবচেয়ে ভালো ও ভদ্র মানুষ হিসেবে সে-ই সবচেয়ে যোগ্য যে তার নামাজের ক্ষেত্রে যত্নবান। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, রাহজানি, খুন-খারাবি, ধোঁকা, মিথ্যা, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল পণ্য ইত্যাদি মারাত্মক গুনাহগুলো তখনই কমতে থাকবে যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষ নামাজী হতে থাকবে। এর নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ

'নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[216]

আপনি আপনার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়োগ দেবেন! তাহলে চোখ বুজে নামাজী ব্যক্তিকে টেনে নিন। কারণ, তার নামাজই তাকে খেয়ানত ও ধোঁকা থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

আপনি আপনার মেয়ে বা বোনকে যোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু বুঝবেন কী করে কে যোগ্য? তাহলে দেখুন কে তার নামাজে স্থির, কে কত সুন্দর করে নামাজ পড়তে পারে, কে তার নামাজের প্রতি সবচেয়ে যত্নবান। কারণ, মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব তার নামাজের ওপর পড়ে। যে তার জীবনযাপনে স্থির ও শান্ত প্রকৃতির, যাকে দুনিয়াবি কোনো পেরেশানী আচ্ছন্ন করতে পারে না, সে তার নামাজে ঠিক ততটাই স্থির ও মুতমাইন। যে তার ব্যবসা ও দোকান নিয়েই পেরেশান, সে হয়তো নামাজ পড়তেই আসবে না, বা আসলেও কোনোরকম নামাজ পড়েই চলে যাবে। যে তার ব্যক্তিগত জীবনে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকে সে নামাজে মনোযোগী হতে পারে না। যেদিন থেকে মনোযোগী হবে সেদিন থেকে সে-সব গুনাহও করতে পারবে না।

কাকে নেতা বানাবেন এটা নিয়ে পেরেশান, নিশ্চিন্তে নামাজী ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, যে তার নামাজে যত্নবান সে কখনো তার অনুসারীদের ওপর জুলুম করতে পারে না। কখনো ধোঁকা দিতে পারে না। কখনো অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে না। কারণ ওই যে, নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে!

কিন্তু একটি শর্ত আছে, এসব কিছু তখনই কার্যকর হবে, যখন নামাজ হবে প্রকৃত নামাজের মতো। যে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে নামাজের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে মুমিনদের পরিচিত করেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾

'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।'[217]

অর্থাৎ নামাজ হতে হবে খুশু-খুযুর সাথে। নামাজ হতে হবে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য। এখানে দুনিয়ার কোনো সম্মান, প্রভাব উদ্দেশ্য থাকবে না। এমন নামাজই একজন ব্যক্তিকে অসংখ্য বড় বড় গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। অন্যথায় এই নামাজ আমাকে নামাজের মধ্যেই গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

খুশু-খুযুর সাথে পূর্ণাঙ্গ নামাজ তখনই হবে যখন নামাজে কোনো ধরনের অলসতা ও ত্রুটি না থাকবে। আমাদের অনেকেই নামাজে অলসতা ও অসতর্কতার কারণে নামাজকে মাকরুহ বানিয়ে ফেলি। আবার কখনো কখনো নামাজ ভেঙেও যায়, কিন্তু নামাজীর কোনো খবর থাকে না। এভাবেই সে বছরের পর বছর নামাজ পড়তেই থাকে। কী কারণে তার এত বছরের নামাজ মাকরুহ হয়ে গেল বা নামাজটাই আদায় হয়নি, এর কারণ সে জানেই না। কখনো জানারও চেষ্টা করেনি।

নামাজ যদি আদায় করা হয় অবহেলার সাথে, তাহলে এই নামাজের কোনো পরোয়া আল্লাহ তাআলা করেন না। অথচ অবহেলার সাথেই আমাদের অসংখ্য নামাজ আদায় হচ্ছে।

আমরা কেউ নামাজ আদায় করি লোকচক্ষুর ভয়ে, কেউ-বা আদায় করি শাসনের ভয়ে। কেউ দিনে দুয়েক ওয়াক্ত পড়লেও অনেকে মসজিদে পা রাখেন সপ্তাহে শুধু একবার!

এর পাশাপাশি অনেকে নামাজ-কেন্দ্রিক শয়তানের বিভিন্ন ধোঁকায় আক্রান্ত থাকেন। মাকরুহ বা নাজায়েয বিষয়কে তারা ধোঁকায় পড়ে নেকির কাজ মনে করতে থাকেন। ফলে এভাবে যতদিন নামাজ পড়া হবে ততদিন তার নামাজের কী অবস্থা হবে এটা বলাই বাহুল্য। এই নামাজ কখনো নামাজীকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে না। এমন নামাজী ধোঁকা ও খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। এমন নামাজী কখনোই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

এই যেমন, নামাজের পাগড়ি পরাকে অনেকেই সওয়াবের কাজ মনে থাকেন। অথচ নামাজে এটি সুন্নাত বা ফজীলতপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটি সহীহ কিংবা যয়ীফ হাদীসও পাওয়া যায় না। এর স্বপক্ষে কিছু মাওযু হাদীস পাওয়া যায়, যা কখনোই আমলযোগ্য নয়।

কেউ কেউ নামাজের শুরুতে পাগড়ি বাঁধতে গিয়ে তাকবীরে উলাই বাদ দিয়ে দেন। আবার কেউ বুজুর্গী প্রকাশ করতে গিয়ে কোনোরকম পাগড়ি বেঁধেই নামাজে দাঁড়িয়ে যান। আবার অনেকে ময়লা পাগড়ি বেঁধেই নামাজ পড়েন। এটাও অনুচিত কাজ। একই ব্যক্তি যদি কোনো অনুষ্ঠানে যান তখন কি এভাবে পাগড়ি বেঁধে যাবেন? না-কি যাওয়ার আগে পরিষ্কার পাগড়ি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ সময় নিয়ে সুন্দর করে পাগড়ি বাঁধেন? তাহলে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর সময় এত অবহেলা কেন? অথচ আল্লাহ তাআলা তো সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকেই ভালোবাসেন।

আমরা দুনিয়াবি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যেমন গুরুত্বের সাথেই করি, নামাজের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। অথচ বাস্তবে হয় এর উল্টো। দুনিয়ার সব জায়গাতেই সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করলেও নামাজের ক্ষেত্রে নিম্নমানের পোশাকটিই পরিধান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো।'[218]

এখানে সুন্দর পোশাক বলতে দামি পোশাক বোঝানো হয়নি, উত্তম পোশাক বোঝানো হয়েছে। পোশাক কমদামি হোক, কিন্তু সেটাই যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পোশাক তালিযুক্ত হোক, কিন্তু এটাই যেন হয় মার্জিত ও উত্তম পোশাক। দেশের রাষ্ট্রপতি যদি তার দরবারে দাওয়াত দেন, তখন কেমন পোশাক পরিধান করা হবে? তাহলে সমস্ত বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর জন্য কেমন পোশাক হওয়া চাই!

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার তার গোলাম নাফেকে কাঁধে কোনো কাপড় না দিয়েই সালাত আদায় করতে দেখে বলেছিলেন, 'তুমি কি মানুষের সামনে বের হলে এভাবে যেতে?'

সে বলেছিল, 'না।'

তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে আল্লাহর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ বেশি উপযুক্ত।'[219]

কেউ কেউ বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেকে তুচ্ছ ভাবার জন্যই ময়লা ও ছেঁড়াফাটা কাপড় পরে দাঁড়াই। মাসআলা অনুযায়ী এটা ঠিক হলেও বাস্তবে যদি দেখা যায় যে, তারা দুনিয়াবি অন্যান্য কাজে উত্তম পোশাক পরিধান করে, আর নামাজের ক্ষেত্রেই কেবল তুচ্ছতা প্রকাশের চিন্তা মাথায় চলে আসে, তাহলে বুঝতে হবে এটা নিশ্চিত শয়তানের ধোঁকা।

অনেককেই দেখা যায়, বাইরে যাওয়ার সময় পরিষ্কার পোশাক পড়লেও নামাজে যাওয়ার সময় একটা পুরোনো লুঙ্গি আর ময়লা টুপি যেটা মাথায় ঠিকমতো লাগেও না, এটা পড়েই মসজিদে চলে যায়। কেউ কেউ একটা ফতোয়া গায়ে দিয়েই মসজিদে চলে আসেন। অথচ কোনো দাওয়াতে বা মার্কেটে কিন্তু তারা এসব পড়ে কখনোই যাবেন না। এমন কাজ নামাজের সাথে অবহেলারই নামান্তর।

কেউ কেউ ওজুহাত দেন, সারাদিন শরীর পবিত্র থাকে না, তাই নামাজের জন্য একটা আলাদা পোশাক রেখে দিয়েছি, ওটা পরেই নামাজে যাই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ওই পোশাকটি এক সপ্তাহ যাবৎ পড়লেও পরিষ্কার করা হয় না। আর একজন মুমিন সারাদিন নাপাক অবস্থায় থাকবে এটাও তো গ্রহণযোগ্য কোনো কথা নয়। আল্লাহ না করুন, এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে তো নাপাক অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মুমিন সারাদিন পবিত্র থাকবে। কখনো নাপাক হয়ে গেলে সাথে সাথেই পবিত্র হয়ে নেবে।

কারও কারও নামাজের পোশাক এত ময়লা থাকে যে, দুর্গন্ধের কারণে পাশে দাঁড়ানোই কষ্টকর হয়ে যায়। এটা তো কখনোই নিজেকে তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য হতে পারে না; বরং অন্যকে কষ্ট দেয়ার এবং নামাজের পরিবেশ নষ্ট করার গুনাহ তার ভোগ করতে হবে।

একজন মুমিনের নামাজের পোশাক হবে সবচেয়ে উত্তম। প্রয়োজনে নামাজের জন্য ভিন্ন পাঞ্জাবি বা জুব্বা রাখতে হবে, পরিষ্কার একটি টুপি বাছাই করে রাখতে হবে। ফরিদাবাদ মাদরাসার প্রধান মুফতী, শায়খ আব্দুস সালাম হাফি. প্রায়ই বলতেন, যে পোশাক পরে তুমি নামাজ পড়াতে পারবে না, এ পোশাক তুমি মাদরাসাতেও পরতে পারবে না। অর্থাৎ তিনি এটাই বোঝাতে চাইতেন, নামাজের পোশাক হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পোশাক।

আবার এর বিপরীত দিকেও শয়তানের ধোঁকা রয়েছে। নামাজের উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করতে হবে এটা ভেবে কেউ কেউ পোশাক কেনায় অপচয় করে ফেলেন। শুধু ঈদের নামাজে পড়ার জন্য কেউ কেউ দশ হাজার টাকা মূল্যের পাঞ্জাবি কেনেন। আর এটা শুধু ওই একদিনই পরেন। তাদের দাবি হলো ঈদের দিন নতুন পোশাক পরিধান করা সুন্নাহ। প্রথমত এটা তাদের ভুল ধারণা। কারণ, নতুন কাপড় নয়; বরং উত্তম পোশাক পরিধান করা ঈদের দিন সুন্নাত।

ইমাম তহাবী রহ. লেখেন, ঈদুল ফিতরের সকালে কয়েকটি কাজ করা মুস্তাহাব। গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি লাগানো, সদকাতুল ফিতর আদায় করা, ঈদের নামাজ পড়তে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেয়া এবং কাছে থাকা পোশাকসমূহের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা।[220]

ইমাম তহাবী ছাড়া অন্য সব মুহাদ্দিস বা ফকীহও একই কথা বলেছেন। নতুন পোশাক নয়, প্রত্যেকের কাছে যে কাপড়গুলো আছে এর ভেতর সুন্দরটা পরিধান করবে।

নামাজে সুন্দর পোশাক পরিধান করতে গিয়ে যেন অহংকারে পতিত না হতে হয় এদিকেও খেয়াল রাখা চাই। জুমা বা ঈদের নামাজে অনেককেই দেখা যায় সুন্দর জামা-পায়জামা পরেই নামাজ পড়তে এসেছেন, কিন্তু পায়জামা মাটি ছুঁই-ছুঁই। এটা তো তাহলে মুস্তাহাব পালন করতে গিয়ে হারামে পতিত হতে হলো।

কেউ কেউ নামাজে সুন্দর পোশাক পড়তে গিয়ে এমন পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসেন, যা তার নিজের নামাজকে মাকরুহ বানিয়ে ছাড়ে, আবার অন্যের নামাজেও সমস্যা করে। যেমন কেউ এত শানদার কাজের জামা পরিধান করে আসল যে, নামাজের মধ্যে বারবার জামা ঠিক করতে হচ্ছে, এতে অন্যদেরও মনোযোগ নষ্ট হয়, নামাজের খুশু-খুযুও নষ্ট হয়ে যায়।

নামাজের জন্য সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা রঙের পোশাক। সব সময়ের জন্যও এক হুকুম। কারণ, সাদা রঙের পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন এবং সাদা কাপড়কে সবচেয়ে উত্তম কাপড় বলেও অভিহিত করেছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ , لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ

ইবনু আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান করবে। তোমাদের জীবিতরা যেন সাদা কাপড় পরিধান করে এবং মৃতদের সাদা কাপড় দিয়ে দাফন দেয়। কেননা, সাদা কাপড় তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক।[221]

নামাজের পোশাক হবে মধ্যম ধরনের। তবে এটা যেন উত্তম পোশাক হয়। সাদাসিধা ভাব দেখাতে গিয়ে যেন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নোংরা কাপড় পড়া না হয়, আবার বেশি ভালো কাপড় পড়তে গিয়ে যেন অহংকার ও অন্যের নামাজ নষ্ট হওয়ার কারণ না হয়ে যায়।[222]

বেশি সাজসজ্জা গ্রহণ নামাজের খুশু-খুযু নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণও বটে। কারণ, 'খুশু' অর্থ অন্তরকে আল্লাহমুখী করে দেয়া। অন্তরে আর কোনো কিছুর জায়গা না দেয়া। আর 'খুযু' অর্থ নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহ তাআলার সম্মুখে বিনয়াবনত করে রাখা। এই দুটো বিষয়ই নামাজের মধ্যে জরুরি। কিন্তু বেশি সাজসজ্জা গ্রহণ এ দুটো বিষয়ে বাধা দেয়।

## পূর্ব-প্রস্তুতি

যেকোনো কাজ গুরুত্ব সহকারে করার পূর্বে প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। দুনিয়াবি যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার বহু আগ থেকেই আমরা প্রস্তুতি সেরে ফেলি, যাতে সেই কাজে কোনো ভুল-ক্রুটি না থাকে। নামাজের ভুল-ক্রুটি থেকে বাঁচার জন্য আমরা কয়জন পূর্ব প্রস্তুতি নিই? অথচ নামাজ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

নামাজের পূর্ব-প্রস্তুতির প্রথম বিষয়টি হলো সময়। নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির জন্য আজানের সাথে সাথেই নামাজের প্রস্তুতি শুরু করা আবশ্যক। অন্যথায় ইকামাতের কিছুক্ষণ আগে তাড়াতাড়ি ওযু করে জামাতে শরীক হলে সে নামাজে খুশু-খুযু ধরে রাখা সম্ভব না। তাই নামাজের অন্তত ১৫-২০ মিনিট পূর্বেই মসজিদে গিয়ে ধীরে-সুস্থে সুন্নাত আদায় করে ইকামাতের আগ পর্যন্ত তিলাওয়াত বা যিকিরে মশগুল থাকা উত্তম। এতে নামাজে খুশু-খুযু থাকে। দুনিয়াবি সমস্ত চিন্তামুক্ত হয়ে নামাজে দাঁড়ানোর জন্যও এতটুকু সময় প্রস্তুতি নেয়া জরুরি। অন্যথায় কোনো একটা কাজ থেকে উঠে গিয়েই নামাজে দাঁড়ালে সেই কাজের কথাই মাথায় ঘুরতে থাকে। খুশু-খুযু আসবে কোত্থেকে!

## পবিত্রতা

ভালোমতো পবিত্রতা অর্জন নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। অনেকেই নামাজের কিছুক্ষণ পূর্বে কোনোরকম ওযু-ইস্তিঞ্জা সেরে জামাতে শরীক হন। এতে নাপাকি থেকে ভালোমতো পবিত্রও হওয়া যায় না, সুন্নাত তরিকায় ওযু করাও সম্ভব হয় না। ফলে নামাজের মধ্যে শয়তান বারবার ওয়াসওয়াসা দেয়, নাপাকির ফোঁটা মনে হয় কাপড়ে পড়েছে, ইত্যাদি। এতে খুশু-খুযু নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ কেউ তো সময় কম থাকার কারণে ইস্তিঞ্জা চেপে রেখেই নামাজে দাঁড়িয়ে যান। এরপর নামাজের মধ্যে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে ইস্তিঞ্জা চেপে রাখায় মনোযোগ দিতে হয়।

তাই নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময়ের পূর্বেই ওযু-ইস্তিঞ্জা সারতে হবে। ভালোমতো পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, যাতে নামাজে কোনো ওয়াসওয়াসা না আসে। সবগুলো সুন্নাতসহ ওযু করতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ও নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধি করে। কাপড় ময়লা থাকলে বা নাপাক থাকার আশঙ্কা থাকলে নামাজে মন বসে না। এমনইভাবে কাপড়ে দুর্গন্ধ থাকলেও নামাজে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য ময়লা ও দুর্গন্ধময় কাপড় পরে নামাজ পড়া মাকরুহ বলা হয়েছে। কারণ, এতে নিজের নামাজেও সমস্যা হয়, অপরের নামাজেও সমস্যা সৃষ্টি করে।

## ফরজ-পূর্ব সুন্নাত নামাজ

ফরজ-পূর্ব সুন্নাত নামাজের ক্ষেত্রে অনেকেই গাফলতি করে থাকেন। সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাজ তো ছাড়াই যাবে না, ফরজ নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির জন্য সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা নামাজগুলোও পড়া উচিত। অন্তত এ সুন্নাত নামাজগুলোর কারণে মসজিদে আগে আগে যাওয়া হবে। তাই সুন্নাত নামাজ ত্যাগ করে ফরজ নামাজে খুশু-খুযু বৃদ্ধির চেষ্টা করা বৃথা। সুন্নাত নামাজগুলোও সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে আদায় করতে হবে।

## মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করা ও শোনা

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, 'খুশু-খুযুর প্রথম স্তর হলো, আপনি নামাজে যেসব শব্দ তিলাওয়াত করবেন তার প্রতি মনোযোগ দিন।'

আমাদের অবস্থা হলো, আমরা তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার পর থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত কী পড়লাম তা নিজেদেরই খেয়াল থাকে না। ইমাম সাহেব কী পড়লেন তা অনেক মুক্তাদিই মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। এটা নামাজে খুশু-খুযু না থাকার অন্যতম কারণ। আয়াতের অর্থ বোঝা যাক বা না যাক, তিলাওয়াত করা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী, তাই মনোযোগ ও আবেগের সাথে তিলাওয়াত করা উচিত ও শোনা উচিত। এমনভাবে তিলাওয়াত করা বা শোনা উচিত, যেন এই আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার এটা ভাবা উচিত, আমি আমার রবের কালাম বুঝতে পারছি না, ইয়া আল্লাহ, আমাকে বোঝার তাওফীক দান করো। আর যারা অর্থ বুঝতে পারে, তাদের জন্য খুশু-খুযু ধরে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

## অর্থের প্রতি মনোযোগ দেয়া

নামাজের শুরুতে যে তাকবীরে তাহরীমা দেয়া হয়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি এখন থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সবকিছুকেই আমার জন্য হারাম করে দিচ্ছি। এখন শুধু আমার আর আমার রবের মাঝে কথোপকথন হবে। এর মাঝে আর কেউ আসবে না। আর কোনো চিন্তা ঢুকবে না। তাই নামাজের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় এ কথা ভেবেই তাকবীর দেয়া উচিত। তাকবীরের আওয়াজ যেন এমন হয়, যা কলবে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, এখন থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত তোর ভেতরে যেন আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কিছুই না থাকে। আর কারও কথা যেন তোর ভেতরে স্থান না নেয়। এ জন্য অনেক বুজুর্গের ঘটনা পাওয়া যায়, তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তাঁদের শরীর কেঁপে উঠত।

সূরা ফাতিহা পড়া বা শোনার সময় অর্থের প্রতি খেয়াল রাখা। সূরা ফাতিহার অর্থ তো সাধারণ ব্যক্তিরাও শিখতে পারবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে,

قال الله قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفينِ فنصفها لهُ يقول عبدي إذا افتتح الصلاةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيذكرني عبدي ثم يقول الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فأقولُ حمدني عبدي

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমি নামাজকে আমার ও বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। বান্দা যখন নামাজের শুরুতে বলে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম', আমি তখন বলি, বান্দা আমাকে স্মরণ করেছে। এরপর বান্দা যখন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন', আমি তখন বলি, আমার বান্দা আমারই প্রশংসা করেছে।[223]

এ জন্য যখন পড়বেন বা শুনবেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন মনে মনে ভাবা উচিত, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করছি। আর তিনি আমার প্রশংসা শুনে জবাবও দিচ্ছেন, বান্দা তুমি যে আমার আকুণ্ঠ প্রশংসা করছ, তা আমি শুনেছি।

যখন বলবেন, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন ভাবা উচিত, আমি এমন রবের সামনে দাঁড়িয়েছি, যিনি দয়ার আধার। যার রহমের কোনো তুলনা নেই। আমি যে পাপের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা তাঁর একফোঁটা রহমের কাছে তুচ্ছ।

যখন বলবেন, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন মনে মনে ভাবুন, আপনি বিচার দিবসের মালিকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আবার একদিন তাঁর সামনেই দাঁড়াতে হবে।

যখন আপনার রবের দয়া ও ক্ষমতার কথা জানতে পারলেন তখন তাঁর কাছে নত হয়ে, নিজের অক্ষমতা পেশ করে বলুন, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি মাবুদ! এবং আপনার কাছেই কেবল সাহায্য চাই।

এখন তাঁর কাছে আসল দুআটিই করে ফেলুন,

اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ

'আপনি আমাদের সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করুন—সে সকল লোকের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়।' সীরাতে মুস্তাকীমের দুআই বান্দার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিজেই তা শিখিয়ে দিয়েছেন।

এরপর যখন অন্য সূরা মেলাবেন তখন আয়াতগুলোতে মনোযোগ দিন। অর্থ না বুঝলেও যখন জান্নাত শব্দ আসবে তখন জান্নাতের আশায় মনে আনন্দ উপভোগ করুন। জান্নাত শব্দটা শুনলেই যেন মন আনন্দে উতলা হয়ে ওঠে। চোখে আশার আলো জ্বলে ওঠে। মুখে কিঞ্চিৎ আনন্দের আভাস ফুটে ওঠে। আর যখন জাহান্নাম শব্দ আসবে তখন অন্তর যেন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। জাহান্নামের ভয়ে দিল যেন অস্থির হয়ে ওঠে। জাহান্নামের আযাবের কাল্পনিক দৃশ্যগুলো যেন চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে। আযাবের ভয়ে চোখ থেকে যেন অশ্রু ঝরে পড়ে। বারবার যেন মনে পড়ে, আমার রব যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমাকে এই জাহান্নামে যেতে হবে। আমার গুনাহের তো শেষ নেই। ক্ষমা যদি না পাই মাবুদ, উপায় নেই আর কোনো।

এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতের ক্ষেত্রে মনে মনে ভাবুন, ইয়া রব, আমি তোমার কথা বুঝি না, এটা আমার ব্যর্থতা, দুনিয়ার সবকিছু বুঝলেও আমি তোমার কালাম বুঝতে পারি না। আমার এ অক্ষমতা ক্ষমা করুন। দ্রুতই আপনার কালাম বোঝার তাওফীক দান করুন।

রুকু-সিজদার তাসবীহগুলো ধীর-স্থিরভাবে পড়া উচিত। যেন আপনি আপনার রবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করছেন। প্রত্যেক উঠা-বসায় ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করতে হবে। বৈঠকে তাশাহুদ ও দুরুদ, দুআ মাছুরা ধীরে ধীরে পড়তে হবে। এরপর সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথেই ইস্তিগফার পড়তে হবে। অনেক চেষ্টার পরেও খুশু-খুযু চলে যাওয়া স্বাভাবিক। নামাজে অন্য কিছুর খেয়াল চলে আসতেই পারে। এ জন্য নামাজের পর সাথে সাথেই ইস্তিগফার পড়তে হবে। কোনোরকম ইস্তিগফার না, মনে মনে লজ্জিত থাকতে হবে, ইয়া রব, এই নামাজ আদায় আমার জন্য ফরজ ছিল। খুশু-খুযুর সাথে আদায় করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। আপনার শান অনুযায়ী নামাজ আদায় করতে পারিনি। হতে পারে এটাই আমার শেষ নামাজ। আর কখনো হয়তো তোমার সামনে এভাবে মাথা নত করার সুযোগ পাব না। আর কখনোই হয়তো এভাবে তোমার প্রশংসা করার তাওফীক পাব না। তুমি আমার এই নামাজ কবুল করে নাও।

এই লেখাটুকু পড়ার সময়ে যেমন অন্য কোনোদিকে মনোযোগ ছুটে যায়নি, ঠিক এমন মনোযোগ নামাজে দিলে খুশু-খুযুতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

## খুশু-খুযুর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা, হা-হুতাশ না করা

ওপরে বর্ণিত এসব পদ্ধতি অবলম্বন করার পরও খুশু-খুযু চলে যেতে পারে, তবে এতে হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না; বরং সাথে সাথেই আবার নামাজে মনোযোগ দেয়া। কখনো কখনো শয়তান ধোঁকা দিতে পারে, আমার তো খুশু-খুযু নষ্টই হয়ে গেল, এই নামাজ আর কবুল হবে না। আর চেষ্টা করে লাভ কী? তখন শয়তানের ধোঁকায় পড়া যাবে না; বরং নামাজের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও যদি সম্ভব হয় মনোযোগ ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। দুয়েকদিনে এটা সম্ভব হবে না। বহুদিন চেষ্টা করার পর অভ্যাস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রতিদিন টার্গেট নিয়ে চেষ্টা করা। প্রথমদিকে হয়তো শুধু এক রুকনে খুশু-খুযু ঠিক থাকবে, এতে ভেঙে না পড়া। পরদিন হয়তো একাধিক রুকনে সম্ভব হবে। এরপর হয়তো এক রাকাতে খুশু-খুযু ঠিক থাকবে। এভাব আপ্রাণ চেষ্টা, দুআ আর ইস্তিগফারের মাধ্যমে একদিন পুরো নামাজেই খুশু-খুযু চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এ জন্য নামাজে হঠাৎ মনোযোগ ছুটে গেলে যখনই মনে পড়বে, আমি তো নামাজে আছি, আমাকে আমার রব দেখছেন, তখন সাথে সাথেই মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। এভাবে যদি অসংখ্যবার মনোযোগ ছুটে যায়, আবার মনে পড়ে, তাহলে অসংখ্যবারই মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে চেষ্টা করতে হবে, পরবর্তী নামাজে যেন মনোযোগ ছুটে যাওয়ার পরিমাণ কমে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থেকে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায়ের তাওফীক দান করুন।

# রেফারেন্স

Notes

[←1]

সুনানু নাসায়ী, ৩৯৩৯; মুসনাদু আহমাদ, ১৪০৬৯; বাইহাকী, ১৩৮৩৬

[←2]

সূরা বাকারা, (০১) : ৪৫

[←3]

সূরা মুমিনূন, (২৩) : ১-২

[←4]

সূরা আলা, (৮৭) : ১৪-১৫

[←5]

মুসান্নাফু ইবনী আবী শাইবা, হাদীস নং ৪৪৩৫; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭৪
ইসলামের একেবারে শুরুর দিকে নামাজরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা বৈধ ছিল। যার কারণে সালাম ফেরানোর পর কথাবার্তা বলা হলেও পরে সিজদায়ে সাহু দেয়া বিধিসম্মত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যেহেতু নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই এখন সালাম ফেরানোর পর কথাবার্তা বলে ফেললে আর সাহু সিজদা দেয়ার সুযোগ থাকবে না; বরং নতুন করে পড়তে হবে।

[←6]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৫; ফাতাওয়া শামী, ২/৫৪৩; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০১; ফাতহুল কাদীর, ১/৪৩৯

[←7]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭০

[←8]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭২

[←9]

সহীহ বুখারী, ১২২৯; সহীহ মুসলিম, ৫৭৩

[←10]

বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪১৫

[←11]

মুসান্নাফু ইবনী আবী শাইবা, হাদীস ৪৪৭৫, নিমাবী রহ. (১৩২২ হি.) 'আছারুস সুনান' কিতাবে (পৃষ্ঠা ২৯৬) বলেন, صحيح إسناده 'এর সনদ সহীহ'।

[←12]

শরহু মাআনিল আছার, ১/৭২৪

[←13]

শরহু মাআনিল আছার, ১/৭২৪

[←14]

মুসান্নাফু ইবনী আবী শাইবা, বর্ণনা ৪৫২০

[←15]

মুসান্নাফু ইবনী আবী শাইবা, বর্ণনা ৪৫৩৭

[←16]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪১৭

[←17]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪৫৮; আসসিআয়াহ, ২/১২৬; আননাহরুল ফায়েক, ১/৩২৩; হাশিয়াতুত তহতাবী আলালমারাকী, ১৩৫; মিনহাতুল খালেক আলা হামিশিল বাহর, ২/৯৪

[←18]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৪৮৫; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪৫৮; ইমদাদুল আহকাম, ২/২৯৩

[←19]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৬; বাহরুর রায়িক, ২/১৬৭; মুহিতুল বুরহানী, ২/৩১০

[←20]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৬; হিদায়া, ১/১৫৭; বাহরুর রায়িক, ২/১৭২; ইমদাদুল আহকাম, আলমুহীতুল বুরহানী, ২/৩১৩; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ২৯৭; আলবাহরুর রায়েক, ১/২৯৬; ফাতহুল কাদীর, ১/৩০৮ ২/৩০০

[←21]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৬

[←22]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫

[←23]

রদ্দুল মুহতার, ১/৫৩৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫; শরহুল মুনয়া, ৪৫৫-৪৫৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক, ১/৪৭৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১২৮; ফাতহুল কাদীর, ১/৪৪০; হালবাতুল মুজাল্লী, ২/৪৩৬

[←24]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৯৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫

[←25]

ফাতাওয়া শামী, ১/১২৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫

[←26]

হাশিয়াতুত তাহতাবী, ২৫০-২৫৮

[←27]

খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/৯৬; ফাতহুল কাদীর, ১/২৯৯; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ৩৫৫; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৫৪৬; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা ২০২

[←28]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩১৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৫

[←29]

ফাতাওয়া শামী, ১/৭৮

[←30]

হাশিয়াতুত তাহতাবী, ২৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৩১; ফাতাওয়া খানিয়া, ১/১২২; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/১৭৩; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০২; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ৪৬৫; আলমুহীতুল বুরহানী, ২/৩৩৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ১/৭৪৭; আদ্দুররুল মুখতার, ২/৯৩ ও ১/৪৫৬

[←31]

আলমগীরী, ১/১২৬; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৫৪৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/৯৭; আততাজনীস, ১/৪৬৬; আলমুহীতুল বুরহানী, ২/৪৭

[←32]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬

[←33]

মুসান্নাফু ইবনী আবী শাইবা, হাদীস নং ৩৭৪৩-৩৭৬২; আলবাহরুর রায়েক, ১/৩২৬; শরহুল মুনয়া, ৩৩১; রদ্দুল মুহতার, ১/৪৫৯; আলমগীরী, ১/১২৬

[←34]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫০৯; ফাতাওয়া শামী, ২/১৫৩; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০১

[←35]

হালবী কাবির, ৪৩০; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০১

[←36]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩৩২

[←37]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩৩২

[←38]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫৬০; ইমদাদুল আহকাম, ২/২৯৬

[←39]

হাশিয়াতুত তাহতাবী, ২৫০

[←40]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭০; ফাতাওয়া আলমগীরী, ১/১২৫

[←41]

মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদীস নং ৪৫৭৩; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ২/৩৪৬; আলমাবসূত, সারাখসী, ১/২২৪; আততাজনীস ওয়াল মাযীদ, ২/১৪৮; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ৪৬৬; আলইখতিয়ার, ১/২৪৯; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৩০; ফাতাওয়া শামী, ১/৪৯৭

[←42]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৯৭

[←43]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৬২

[←43]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৬২

[←44]

হাশিয়াতুত তাহতাবী, ২৫০

[←45]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩১২

[←46]

আলমগীরী, ১/১৩৩

[←47]

ফাতাওয়া শামী, ১১/৫৩৯; ফাতাওয়া শামী, ২/১৪৮; মারাকিল ফালাহ, ২০০

[←48]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬

[←49]

সহীহ মুসলিম, ১/৪০০; ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৩

[←50]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬৯১

[←51]

হাশিয়াতুত তাহতাবী, ২৩১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ২/৫৪১

[←52]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৭

[←53]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪১৩, ৪২৬

[←54]

ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৪৯০; ফাতাওয়া শামী, ২/৫৫০; মারাকিল ফালাহ, ৩৮১

[←55]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৬

[←56]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৬

[←57]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১২৭; আলবাহরুর রায়েক, ২/৯৭;ফাতহুল কাদীর, ১/৪৩৯; হাশিয়াতুত্তাহতাবী আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা ২৫১; তাহতাবী অলাদ্দুর, ১/৩১১; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫১৩; শরহু মুনয়াতুল মুসাল্লী, পৃষ্ঠা ৪৬০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ১/৭২০; আননাহরুল ফায়েক, ১/৩২৪; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া, ৪/৬৪

[←58]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫১০; ইমদাদুল আহকাম, ২/২৯৪; ফাতাওয়া শামী, ২/৫৪৪; ইমদাদুল আহকাম, ২/২৯১

[←59]

আলমগীরী, ১/১২৭

[←60]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়্যাহ, ৮৯

[←61]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৯৮

[←62]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪১৩

[←63]

আল-মুহিতুল বুরহানী, ২/১২৩; ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬; ইমদাদুল আহকাম, ১/৬৭৫

[←64]

মারাকিল ফালাহ, ৩৭৩; ফাতাওয়া শামী, ২/৫৫৩; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০১-৪০২; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৪৯৭

[←65]

আলমগীরী, ১/১২৭

[←66]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৫

[←67]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩৩৩

[←68]

ফাতাওয়া শামী, ২/৭৯

[←69]

হালবী কাবীরী, ৪৩৭

[←70]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৭৩; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/ ৫১৯

[←71]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫২১; ফাতাওয়া শামী, ২/৪৪৬

[←72]

ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/৩৯৮; আন-নাহরুল ফায়িক, ১/২৮০

[←73]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৫০

[←74]

ফাতাওয়া বাযযাযিয়া, ১/১২২

[←75]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪০৬

[←76]

কিতাবুল আছল, ১/৩২৪; আলমুহীতুল বুরহানী, ২/৫০১; আলবাহরুর রায়েক, ২/১৫৪; মাজমাউল আনহুর, ১/২২০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৭; ফাতাওয়া শামী, ২/৫৬০; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫০৫

[←77]

কিতাবুল আছল, ১/১৯৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/১৭৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১২৬; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ৪৫৫; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪৭৩

[←78]

আলমগীরী, ১/১২৬

[←79]

আলমগীরী, ১/১২৮

[←80]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬২০

[←81]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৬৪

[←82]

আলমগীরী, ১/৯০; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪২২; ফাতহুল কাদীর, ১/৪৪২; রদ্দুল মুহতার, ২/৮২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৯২

[←83]

আলমগীরী, ১/৯১

[←84]

ফাতাওয়া শামী, ১/৮২

[←85]

ফাতাওয়া শামী, ১/৪৯৯

[←86]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৮৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৪২২-৪২৫

[←87]

আলমগীরী, ১/১২৬; ফাতাওয়া শামী, ১/৫১১; ইমদাদুল মুফতীন, পৃষ্ঠা ২৯৬

[←88]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৫

[←89]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬

[←90]

ফাতাওয়া শামী, ১/৫০৬

[←91]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩০২

[←91]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩০২

[←92]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫১৮

[←93]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৪৫

[←94]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬২১; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৪৮

[←95]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৭

[←96]

ফাতাওয়া শামী, ২/৩৮৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫৪

[←97]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৫৯; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৬৪; আল-মুহিতুল বুরহানী, ২/১৫; হিদায়া, ১/৯৪; হালবাতুল মুজাল্লী, ১/৫৮৯; আলবাহরুর রায়েক, ১/২৭০; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ২১৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/২৪; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪০৫

[←98]

বাদায়িউস সানায়ে, ১/১৭৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৭২

[←99]

ফাতাওয়া শামী, ১/২৪৯; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৭৭

[←100]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬৪১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ১/৫৬৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৭৬

[←101]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৭

[←102]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৪২

[←103]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১১/৫৫৭, ৫৫৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৪২

[←104]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৮

[←105]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৮; ফাতাওয়া শামী, ১/৬১৯; হিদায়া, ১/১৩৫

[←106]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৮, আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়্যাহ, ৮৩

[←107]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৯; বাদায়িউস সানায়ে, ১১/৫৪০; ইমদাদুল আহকাম, ২/১৭২

[←108]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬১৯

[←109]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৯

[←110]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬০; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৩৯

[←111]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬০; বাদায়িউস সানায়ে, ১১/৫৪৩

[←112]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬০; আল ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়্যা, ৮৪; তাতারখানিয়া, ২/২৩৫; হাশিয়াতুত তাহতাবী, ১/২৬৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৫৩

[←113]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৫৯; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫৪৪; ফাতাওয়া শামী, ২/২৩৩-২৩৪; মারাকিল ফালাহ, ২৬১

[←114]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬০

[←115]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬১

[←116]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া,১/১৬১

[←117]

মারাকিল ফালাহ, ২৬২; ফাতাওয়া শামী, ২/৩৮৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৫৪

[←118]

ফাতাওয়া শামী, ২/৪২২; হালবী কাবীর, ৩৫৪

[←119]

সূরা আরাফ, (০৭) : ৩১; আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/৩৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/৭৩; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪০৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৫৮

[←120]

হিদায়া, ১/২৭; ফাতাওয়া শামী, ১/১৪৫

[←121]

বাহরুর রায়িক, ১/৩১৪; ফাতাওয়া শামী, ১/৩২৩; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৭২

[←122]

সহীহ মুসলিম, ১/২৭৬; আল-মুহীতুল বুরহানী, ২/১০; তাতারখানিয়া, ২/১৪

[←123]

তিরমিযী, ১/২৪; হিদায়া, ১/২৫; আহসানুল ফাতাওয়া, ২/২২

[←124]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/ ১৬৪; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৪

[←125]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪

[←126]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪

[←127]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪

[←126]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪

[←127]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪

[←128]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৭

[←129]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৪

[←130]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৪; বাদায়িউস সানায়ে, ১/ ৫০৬; ইমদাদুল আহকাম, ২/১৭৭

[←131]

সহীহ বুখারী, ১২২০; সহীহ মুসলিম, ৫৪৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৪

[←132]

সহীহ বুখারী, ৭৫১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৫

[←133]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←134]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←135]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫১৩

[←136]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←137]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←138]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←139]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←140]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←141]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৫

[←142]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←143]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫১২

[←144]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←145]

হালবী কাবীরী, ৩৫৯; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৯১

[←146]

ফাতাওয়া শামী, ২/৪১৮; হালবী কাবীরী, ৩৫৯; ফাতাওয়া শামী, ১১/৯৩

[←147]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←148]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬; ফাতাওয়া শামী, ২/১২০

[←149]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←150]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬৪৮; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৯৭

[←151]

ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১০৩; ইমদাদুল আহকাম, ২/১৮০

[←152]

সুনানু আবী দাউদ, ৬৪৩; মারাকিল ফালাহ, ২৮৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১১৪; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৬

[←153]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫১১

[←154]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←155]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬

[←156]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬; সহীহ বুখারী, ১/৫৬; মুসান্নাফু আবদির রাযযাক, ১/৪০০

[←157]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৭

[←158]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৭

[←159]

ফাতাওয়া শামী, ৫/২২৮; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১৫৭

[←160]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৭; ফাতাওয়া শামী, ২/৪১৪; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১২৮

[←161]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৭

[←162]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৭

[←163]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩৫৩; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১৫৯

[←164]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৮

[←165]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৮

[←166]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬৫৮; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৮৯

[←167]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮১০

[←168]

সূরা আরাফ, (০৭) : ৩১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১০৬; হালবি কাবীর, ৩৪৮; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৬; ইমদাদুল আহকাম, ২/১৬৮, ১৭৭; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/৮৭, ৯৮

[←169]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/২৫; বাহরুর রায়িক, ১/৯৩; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/ ১১২

[←170]

ফাতাওয়া শামী, ১/৬৫১; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১১৯

[←171]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩২১; ফাতাওয়া শামী, ১/৬৫৭; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১১৯

[←172]

ফাতাওয়া শামী, ২/৪১৪; ইমদাদুল আহকাম, ২/১৭৩; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১৩২

[←173]

ফাতাওয়া শামী, ২/৪৩৫; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১১/১৫৬

[←174]

ফাতাওয়া শামী, ১/৩৬৬; বাহরুর রায়েক, ১/৪৩৩; ফাতাওয়া শামী, ১১/১৫৩

[←175]

ফাতাওয়া শামী, ১/ ৫৪৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৭৯; আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/৪৪৪

[←176]

ফাতাওয়া শামী, ২/১৩৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৭০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/৫৫

[←177]

সহীহ বুখারী, ১/১০১; ফাতাওয়া শামী, ১/৫৮৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৮৯; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৯/৫০৪

[←178]

ইবনু রজব রহ., শরহু জামেইত তিরমিযী, ২/৮৩১

[←179]

আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, ৩৪৬

[←180]

লিসানুল মীযান, ৩/২৪৪

[←181]

আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, ৩৪৬

[←182]

যাইলুল লাআলিল মাসনূআ, ১/৪২৭

[←183]

আল-কওলুল বাদী, ১৯৫

[←184]

আদ্দুররুল মুখতার, ১/১২৮

[←185]

সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৭৭৫-৭৭৬; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৮০৪; সুনানু বাইহাকী কুবরা, হাদীস নং ২১৭৭; সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২

[←186]

সহীহ বুখারী-ফাতহুল বারী, ২/২৮৪-২৮৭

[←187]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪০২

[←188]

সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৯৪৬; কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, হাদীস নং ১৯২৫২

[←189]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬০; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৭০১; সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৬; সুনানুন নাসায়ী কুবরা, হাদীস নং ৮৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৫৪০

[←190]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৯

[←191]

আলমাবসূত, সারাখসী, ১/১৯২; আলবাহরুর রায়েক, ২/১৭; ফাতহুল কাদীর, ১/৩৫৪; রদ্দুল মুহতার, ১/৬৩৭; ফাতওয়ায়ে শামী, ২/৩৯৮; মাজমাউল আনহুর, ১/১৮৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/২৮৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/৫৯; শরহুল মুনয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৭; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৬৩৪

[←192]

ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১১/১৭৮

[←193]

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০০

[←194]

সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৬৮৬; আলমাবসূত, ১/১৯০; উমদাতুল কারী, ৪/২৬৭; আল বাহরুর রায়েক, ২/১৭; শরহুল মুনইয়াহ, ৩৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১০৪

[←195]

শরহুল মুনইয়াহ, পৃষ্ঠা ৩৬৭; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৯

[←196]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১০৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ১/৬৩১; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৬৩৬

[←197]

সহীহ বুখারী, ১/৭১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১০৪; ফাতহুল কাদীর, ১/৩৪৫; আলবাহরুর রায়েক, ২/১৭; আদ্দুররুল মুহতার, ১/৬৩৪

[←198]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১১

[←199]

ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/২৮৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১০৪; রদ্দুল মুহতার, ১/৬৩৬

[←200]

সুনানু আবি দাউদ, ১/১০১; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১০৩৪; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮২; আলবাহরুর রায়েক, ২/১৮; হাশিয়া তাহতাবী আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা ২০১; আলমুহীতুল বুরহানী, ২/২১৩; ফাতহুল কাদীর, ১/৩৫৫; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫০৯; মাজমাউল আনহুর, ১/১৮৪; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৬৩৭

[←201]

মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫৭২৪; রদ্দুল মুহতার, ১/৬৩৬; আদ্দুররুল মুনতাকা, ১/১৮৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর, ১/২৬৯

[←202]

উমদাতুল কারী, ১/৩৩; শরহুল মুনইয়া, ২৫৪; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৪১৫; ফাতহুল কাদীর, ১/২৬৬

[←203]

ফাতাওয়া শামী, ২/৯০; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৯/২১২

[←204]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯৮

[←205]

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫১

[←206]

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১২৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৫; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ১৪২৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৬০৮; হেদায়া, ফাতহুল কাদীর, ১/৩৭২; আলবাহরুর রায়েক, ২/৩৮; আততাজনীস, ২/৯৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/৩৩৯; রদ্দুল মুহতার, ২/৫

[←206]

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১২৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৫; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ১৪২৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৬০৮; হেদায়া, ফাতহুল কাদীর, ১/৩৭২; আলবাহরুর রায়েক, ২/৩৮; আততাজনীস, ২/৯৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ২/৩৩৯; রদ্দুল মুহতার, ২/৫

[←207]

আততাজনীস ওয়াল মাযীদ, ২/১০৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১১২; ফাতহুল কাদীর, ৩/১৮৭; শরহুল মুনইয়া, পৃষ্ঠা ৪০২; আননাহরুল ফায়েক, ১/২৯৪; আদ্দুররুল মুখতার, ২/১৫

[←208]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯০৮

[←209]

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮৩

[←210]

ইলাউস সুনান, ৭/২১২; মাআরিফুস সুনান, ৩/৩৯৪; আদ্দুররুল মুখতার, ২/১০১

[←211]

সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৬৭১

[←212]

ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/১৬৬; বাদায়িউস সানায়ে, ১/৫১২

[←213]

সূরা ফাতিহা, (০১) : ৪

[←214]

সূরা গাফির, (৪০) : ৬০

[←215]

সূরা বাকারা, (০২) : ৪৫

[←216]

সূরা আনকাবুত, (২৯) : ৪৫

[←217]

সূরা আল-মুমিনূন, (২৩) : ১-২

[←218]

সূরা আরাফ, (০৭) : ৩১

[←219]

ইবনু তাইমিয়া রহ., মাজমুউল ফাতাওয়া : ২২/১১৭

[←220]

শরহু মুখতাসারুত তহাবী, ২/১৪৯

[←221]

সুনানু নাসায়ী, ৫৩২৩

[←222]

উমেদ প্রকাশ থেকে প্রকাশিতব্য শয়তানের ধোঁকা-বিষয়ক স্বতন্ত্র বইটি এ ক্ষেত্রে উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। সেখানে আরও বিভিন্ন বিষয়ে শয়তানের ধোঁকার কথা উল্লেখ রয়েছে।

[←223]

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৫; নাসবুর রায়াহ, ১/৩৪০